মুখবন্ধ।

অবলাবান্ধব, বামাবোধিনী, পরিচারিকা প্রভৃতি পত্রিকাতে সময়ে সময়ে যে সকল প্রবন্ধ ও পদ্য প্রকাশিত হয় তাহার কয়েকটী উদ্ধৃত করিয়া এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা গেল। ইহার অনেক গুলি চিন্তা-প্রসূত, এবং কয়েকটী ইংরেজী পুস্তকের ভাব লইয়া লিখিত।

এই পুস্তক খানি দ্বারা বঙ্গীয় নারীসমাজ মধ্যে একজনও যদি উপকৃত হয়েন, আমার পরিশ্রম সার্থক ও পুস্তকপ্রচারের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

কলিকাতা।
১৮৮৪ সাল।

সূচীপত্র।

গদ্য | | | পত্রাঙ্ক

ধর্ম্মাত্মা পল।

যীশুখ্রীষ্টের জীবদ্দশায় প্রাচীন যিহুদিদিগের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ছিল। তন্মধ্যে ফিরূষী নামক সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রবল ও প্রসিদ্ধ। এই ফিরূষীরা খ্রীষ্টের শিষ্যগণের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করে। তাহাদিগের চক্রান্তে পড়িয়া খ্রীষ্টের প্রাণনাশ হইল এবং তাহাদের উত্তেজনায় ঈশার বন্ধুগণ এবং কোন কোন শিষ্য পর্য্যন্ত তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। পল এই সম্প্রদায়ের এক জন প্রধান লোক ছিলেন। প্রথম হইতেই তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্রকে সুপণ্ডিত করেন। কিন্তু দেশে যে প্রকার নিয়ম ছিল তদনুসারে পলকে ব্যবসায়ে নিযুক্ত করা হয়। তিনি বস্ত্র ব্যবসায় গ্রহণ করেন। পৈতৃক সম্পত্তি না থাকায় অধিকাংশ সময় তাঁহাকে আপন কার্য্যে রত থাকিতে হইত। যাঁহারা সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ পরিশুদ্ধ রীতি নীতিও শিক্ষার পক্ষে অন্তরায় মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহজেই মনে হইতে পারে পলের শিক্ষা তত উচ্চ হয় নাই, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। তিনি অতিশয় শিষ্টাচারী ছিলেন, এবং তাঁহার রীতি নীতি অতি সুন্দর ভদ্রতাতে পূর্ণ ছিল। যদিও তাঁহার লিখন প্রণালী সম্পূর্ণ দোষ শূন্য নয় তথাপি সে সকল তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক। তাঁহার পত্র সকল গভীর ভাব পরিপূর্ণ! উহার জীবন্ত ধর্ম্মভাব দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়! বলিবার কি মনোহর শক্তি! কেমন সারল্যপূর্ণ। তিনি যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতেন তখন অতি ভদ্র সহৃদয় ও উদ্যোগী। কখন কখন সন্দিগ্ধও বোধ হইত এবং কিয়ৎ পরিমাণে ঈর্ষ্যাপরবশও হইতেন। পলের বাহ্যিক আকৃতি তাঁহার মহৎ হৃদয়ের অনুরূপ ছিল না। তিনি দেখিতে খর্ব্ব, স্থূলকায়, এবং সম্মুখ ভাগে বক্র ছিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র মস্তক কেশশূন্য ছিল। তাঁহার মুখ ঘন শ্মশ্রুতে আবৃত, নাসিকা শুকচঞ্চুসদৃশ, চক্ষু হৃদয়ভেদী এবং ঘনকৃষ্ণ ভ্রূযুগল পরস্পর সংলগ্ন ছিল। তাঁহার এমন কিছু দোষ ছিল না যাহাতে বিরক্তি জন্মায়, অথচ ইহাও কেহ মনে করিতে পারে নাই যে অবশেষে তিনি এ

প্রকার বিখ্যাত বক্তা হইয়া উঠিবেন। বাহ্যিক দৃশ্য কুৎসিত বলিয়া বরং তিনি গৌরব করিতেন, এবং তাহা হইতে যে সকল উপকার হয় তাহাও কখন পরিত্যাগ করেন নাই। আমরা দেখিতে পাই অনেকে এ প্রকার কুৎসিত যে তাহাদিগকে হঠাৎ দেখিতে বিরক্তি বোধ হয়, কিন্তু আবার অনেক সময় এমনও হয় যে কোন বিশেষ ভাবে উত্তেজিত হইলে সেই সৌন্দর্য্যহীনতার মধ্যেও এমন উজ্জ্বল জ্যোতি এবং মহত্ব অনুভূত হয় যে তদ্দর্শনে চমৎকৃত না হওয়া অসম্ভব। পলের কৌৎসিত্য সেই ভাবের।

তাঁহার শরীর তাদৃশ সুস্থও ছিল না। অনেক সময় তিনি আপনার শারীরিক দুর্ব্বলতার উল্লেখ করিয়াছেন। অল্প বয়সেই জেরুজেলমের কোন বিখ্যাত পণ্ডিতের নিকট শিক্ষার্থ গমন করেন। যে ফিরূষী সম্প্রদায়ের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে পণ্ডিত গ্যামলেল তাহারই এক জন। কিন্তু এ সম্প্রদায়ের সকলেই যেমন সঙ্কীর্ণহৃদয় ও অনুদার তিনি সে প্রকার ছিলেন না। পল আচার্য্য গ্যামলেলের শিষ্য।

পল বুদ্ধিমান্ উদার অন্তঃকরণ ছিলেন, এবং গ্রীক্ ভাষার সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। জেরুজেলমের বিদ্যালয়ের প্রদীপ্ত উৎসাহে শিক্ষিত হওয়াতে তিনিও কালে এক জন বিশেষ ধর্ম্মোৎসাহী হইয়া উঠেন, এবং এক দল উদ্যমশীল তরুণবয়স্ক ফিরুষী সম্প্রদায়ের নেতা হয়েন। তাঁহাদের সকলের পুরাকালপ্রচলিত দেশীয় রীতির উপর বিশেষ আস্থা ছিল। প্রথমে তিনি ঈশাকে জানিতেন না। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচারক মহাত্মা ষ্টিফিনকে যাহারা বধ করে তিনি তাহাদিগের মধ্যে এক জন প্রধান উদ্যোগী এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎপীড়ক ছিলেন। নূতন ধর্ম্মদলকে তিনি যথেষ্ট নিপীড়িত করেন, বল প্রয়োগে এবং ভয় দর্শাইয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মমত হইতে বিচলিত করিতে চান। যখন শুনিলেন জেরুজেলমে এক দল নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রবল হইয়াছে তখন তিনি প্রধান পুরোহিতের মত লইয়া তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনিবার জন্য ডামস্কস্ নগরে গমন করেন। কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু এই সময়ে তাঁহার মনোগত ভাব সকল সম্পূর্ণ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সময় সময় তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার বিশ্বাসও বিচলিত

হইল। চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির স্বভাব সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল, উহা সকল বিষয়েই অধীর। মনোগত ভাবের উত্তেজনায় তিনি কার্য্য করিতেন বটে, কিন্তু অবশেষে তিনি কি বুঝিতে পারেন নাই যে তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন? অধিকাংশ সময় দেখা যায় ঈদৃশ চঞ্চল হৃদয় এই প্রকারে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ধারণ করে। পল যাহাদিগকে যন্ত্রণা দিয়াছিলেন তাহাদিগকে দেখিয়াই তিনি মোহিত হইলেন, তাহাদিগের সহিত যত পরিচিত হইতে লাগিলেন ততই তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা সখ্যতা হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে ঈশার প্রতি তাঁহার শক্রতার হ্রাস হইয়া আসিল। যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই তাঁহার মনে নানা আন্দোলন উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইল, তাঁহার চিন্তা তাঁহার গতিকে স্থগিত করিল ইচ্ছার হ্রাস হইল। তাঁহার যেন বোধ হইল তিনি এমন কোন অজানিত বিষয়ে বাধা দিতে যাইতেছেন যাহা তাঁহাকে সেই দিকে আকর্ষণ করিতেছে। পথশ্রান্তি এবং মনের পূর্ব্বভাব গতিকে তাঁহার পূর্ব্ব যুক্তি বিপরীত ভাব ধারণ করিল।

এই ঘটনা পলের জীবনকে সম্যক্ পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। ডামস্কস্ নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন হঠাৎ একটী উজ্জ্বল জ্যোতি তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। তিনি অশ্ব হইতে ভুমিতলে পতিত হইলেন এবং কে যেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "পল পল তুমি আমাকে এত নিপীড়ন করিতেছ কেন?" পলের চৈতন্য হইল। তিনি উত্তর করিলেন প্রভু আপনি কে, আপনি আমাকে কি আদেশ করেন? তখন পুনরায় প্রতিধ্বনি হইল "উত্থান কর যেখানে যাইতেছিলে সেখানে যাও, তোমার কার্য্য কি তাহা অবশ্যই জানিতে পারিবে।" তাঁহার সহচরেরা এইরূপ দর্শনে স্তম্ভিত হইল। তাঁহারা তাঁহাকে ভূতল হইতে উত্থিত করিয়া নগরে লইয়া চলিল। কথিত আছে তিন দিবস তাঁহার চক্ষু দৃষ্টিহীন থাকে এবং তিনি অনাহারে যাপন করেন।

এই ব্যাপারের পর পলের নূতন জীবন আরম্ভ হইল। সেই অবধি তিনি ঈশার শিষ্য হইলেন এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থে আপন জীবন উৎসর্গ করিলেন। এই পরিবর্ত্তনে তাঁহার শারীরিক বলেরও বৃদ্ধি হয়। তিনি প্রকাশ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের সত্যতা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ব্যক্তি

যিনি কয়েক দিন পূর্ব্বে এক জন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবিদ্বেষী বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত ছিলেন এখন তাঁহার মুখ নিঃসৃত উচ্চ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। যে ধর্ম্মের জন্য অন্যকে তাড়না করিয়াছিলেন, এখন আপনার দৃঢ় বিশ্বাস এবং অসাধারণ ক্ষমতা গুণে শত শত নর নারীকে সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি ধর্ম্মের জন্যই জীবন বিসর্জ্জন করেন।

দুই পক্ষেরই ভুল।

অবিনাশ বাবু কোন গ্রামের জমীদার। বিদ্যাও খ্যাতিতে তাঁহার কম ছিল না। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে বিদ্বান্ সুবুদ্ধি ও ধার্ম্মিক বলিয়া শ্রদ্ধা করিত। তিনি প্রজাদিগের প্রতি সদ্ভাব দেখাইতে ত্রুটি করিতেন না।

শরৎকালে নির্ম্মল সুনীলাকাশে দুই একটী তারা দেখা দিতেছে, সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যাসমীরণ পুষ্প-সৌরভে আমোদিত, এমন সময় গ্রামের মধ্যে মহা কোলাহল উঠিল—রাস্তার ধারে লোকের ভিড়; ছাদে, জানালায় স্ত্রীলোকেরা শশব্যস্তে মুখ বাড়াইতেছে—কি, না "কনের" মুখ দেখিবে। অবিনাশ বাবু বিবাহের পর সস্ত্রীক বাড়ী আসিতেছেন, তাই তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে আজ এত উৎসাহ। কেহ মাথা নোয়াইল, বৃদ্ধেরা হস্ত তুলিল, শিশুরা সরল হাস্যে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল ও দেখিতে দেখিতে তাঁহার সুন্দর যান উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। দর্শকদিগের মধ্যে তখন মহা গোলমাল—বুড়ী ধোপানী বলিল "আহা কনেটী কি সুন্দর, যেন লক্ষ্মী, আগের বৌমার চেয়ে দেখ্‌তে ভাল।" পাঁচুর মা অনেক কাল সে গ্রামে বাস করে সে বলিল "আহা নতুন বৌর কি চোখ্ দুটি, পালকীর দরজার কাছেই আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমার খোকার দিকে বৌ কেমন করে যে এক বার চাহিল, তাহা বল্‌তে পারিনে।" মেনকাঠাকুরুণ গ্রামবাসী এক ঘর ব্রাহ্মণের বাড়ীর পাচিকা সে বলিতে লাগিল "তাও নাকি আবার হয়; যে গিন্নী গিয়েছে তেমন আর হবে না, নিরুর মার মত আর কারো হতে হয় না। সে কত বড় ঘরের মেয়ে ছিল, আর এ ত গরিবের ঝি।" নবার মা তাহাতে যোগ

দিয়া বলিয়া উঠিল "নিরুর মার মত মেয়ে দেখিনি, কখন দেখ্‌বো না। কি দয়ার শরীরই ছিল, কাকেও কখন বঞ্চনা করেননি।" এই বলিয়া সে চক্ষু মুছিতে লাগিল। "দিদি! তুমি যদি দেখতে ত বুঝতে বড় বৌ কি মানুষ ছিল। আজ দু বৎসর জমীদারের বাড়ী যাইনি, আর যাবও না। গরীবের মেয়ে বড় মানুষের হাতে পড়েছে, হয়ত আমরা গেলে কথা কবে না, কে বাপু অপমান হতে যাবে। পালকীতে বসে আছে যেন কাটখানা। ঘোম্‌টার ভিতর দিয়া কেবল 'কনের' নাক দেখতে পেলাম—দেখেই বোধ হোলো অলক্ষণে!" এইরূপ সকলে নববধূর সম্বন্ধে একটা না একটা মতামত প্রকাশ করিয়া গৃহে গেল।

অবিনাশ বাবুর সুন্দর অট্টালিকা আলোকমালায় সজ্জিত, ভৃত্যেরা অভিবাদন করিয়া প্রভু ও প্রভু পত্নীর অভ্যর্থনা করিল, এক মাত্র বিধবা ভগিনী বিমর্ষভাবে ভ্রাতৃজায়াকে বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। অল্পক্ষণ আলাপের পর তিনিও বধূকে রাখিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্য গৃহে গমন করিলেন। অবিনাশ বাবুর প্রথম সংসারে এক মাত্র কন্যা সন্তান। অন্যান্য পরিবারের মধ্যে কেবল ঘরে এক বিধবা ভগিণী। স্ব-সম্পর্কীয় সকলেই প্রায় সম্পন্ন ও বিদেশবাসী। দাস দাসী অনেকগুলি। ভগিনীই গৃহিণী ভাবে থাকিয়া সব দেখা শুনা করেন। কন্যা নীরবালার ভার তাঁহারই উপর। মাতৃহীন কন্যা পিসিমার আদরে বর্দ্ধিত। চারি বৎসর বয়সের সময় শিশু মাতৃহীন হয়, তদবধি সে পিসিমা ছাড়া আর কাহাকে জানে না। পিতা স্বর্ণপ্রতিমা তনয়াকে সর্ব্বদাই সঙ্গে রাখেন, তাহাকে নিজের কাছে বসাইয়া খাওয়ান, পাঠের সময় কাছে থাকিয়া সব দেখেন, সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখেন। গ্রামের লোক বলিত বাপে ছেলেকেও ত এত আদর করে না। ক্রমে শিশু বড় হইয়া উঠিল। ধনের অপ্রতুল নাই, কন্যার ইচ্ছা মাত্র অলঙ্কার বস্ত্র খেলার সামগ্রী সকলই প্রস্তুত। দাস দাসী কন্যার হুকুম আগে শুনে। মাতৃহীন বলিয়া পিসিমা কিছু বলেন না, পিতাও অযথা আদরে তাহার সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে উৎসুক। এইরূপে বালিকা যখন দশ বৎসরে উপনীত, তখন তাহার পিতা দূরস্থ পল্লীর কোন সামান্য গৃহস্থের কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহে আনেন। কেহ বলিত কন্যার সৌন্দর্য্যই অবিনাশ বাবুর বিবাহের কারণ;

কেহ আবার বলিত না অবিনাশ বাবু সে প্রকার লোক নহেন, কন্যার সদ্‌-গুণে মুগ্ধ হইয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কন্যার পিতা পরম ধার্ম্মিক, মাতা সুগৃহিণী বলিয়া বিশেষ খ্যাতি ছিল, কেহ কেহ মাঝে মাঝে সে কথাও উত্থাপন করিতে ভুলিত না।

নীরবালা সবে দশ বৎসরের, কিন্তু যখন শুনিল "বাবা" বিবাহ করিতে গিয়াছেন, যখন দেখিল পিসিমা চক্ষের জল মুছিয়া 'বাছা' বলিয়া তাহাকে কোলে বসাইলেন, বুড় ঝি "আর কি নিরু তোর আদর গেল" বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসে মনের অসন্তোষ দেখাইল, তখন বালিকা অবাক্, এক বার পিসি-মার মুখ দেখে, আবার ঝির দিকে তাকায়। "তোর আদর গেল" আর কিছু বুঝুক না বুঝুক ঐ কথাটীতে তার মনে বড় কষ্ট হইল। সে বলিল বুড় ঝি আমার আদর যাবে কেন? বাবা বলিয়াছেন মা আসিলে আমাকে খুব ভাল বাসিবেন। বাবা আরও বলিয়াছেন মা আমার জন্য কত কি খেলেনা এবং এক জোড়া ম্যাকড়ী আনিবেন। মা কবে আসিবেন ঝি?" নিরুর এ কথাগুলি বুড় ঝির ভাল লাগিল না। সে নির্ব্বোধের ন্যায় বলিল "নিরু তুই ছেলেমানুষ কি বুঝবি, বাপের যদি স্নেহ মমতাই থাকবে ত আবার বিয়ে করবে কেন, এত বড় জমীদার হয়ে কিনা গরিবের মেয়ে আন্‌তে গেলেন।" বুড় ঝি এইরূপে অনেক কথা কথা বলিতে লাগিল। সরল শিশু অবাক্ হইয়া সব শুনিল। তাহার মনে পড়িল পিসিমাও কয়েক দিন হইতে ঐরূপ কথা বলিতেছেন। পাড়ার মেয়েরা, বাড়ীর দাসদাসী সবাই বলাবলি করে "মেয়েটার কি পোড়া কপাল, এত আদরের পর কি না সৎমার গঞ্জনা সইবে।" নিরু বালসুলভ চপলতা বশতঃ কিছু দোষ করিলে পিসিমা অমনি বলিয়া উঠেন, যত পার করিয়া লও, সৎমা আসিলে আর কিছু খাটিবে না, তখন জুজু হয়ে থাকৃতে হবে। দাসী কথায় কথায় ভয় দেখায় নূতন বৌঠাকরুণ এলে এটা পাবে না, ওটা পাবে না।

বালিকা বাবার নিকট শুনিয়াছিল মা তাহাকে ভাল বাসিবেন, কত কি জিনিস দিবেন, এদিকে বাড়ীর সবাই বলিতেছে তাহার সব গেল, মা আসিলে সে সব জিনিস হইতে বঞ্চিত হইবে। বাবা তাহাকে ভাল বাসেন না নতুবা বিবাহ করিবেন কেন? এই সব ভাবিয়া ক্রমে শিশুর মনে নানা

সন্দেহ উপস্থিত হইল—ভাবিল বাবা বড় অন্যায় কাজ করিতেছেন, এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। সে মনে মনে স্থির করিল মা আমাকে এত কষ্ট দিবেন, আমি তাঁহার সঙ্গে কথা কহিব না। বাবা আমায় ভাল বাসেন না আর বাবার কাছেও যাব না। তবু শিশু ভাবিতে লাগিল যাই পিসিমাকে বলি তিনি যা বলিবেন তাই করিব, কারণ মাতৃহীন শিশু, যথার্থ সরল ভাল বাসায় পিসিমার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিল। অবিনাশ বাবুর আসিবার কিছু পূর্ব্বে পিসিমাকে বলিল সত্যই কি মা আমাকে দেখিতে পারিবেন না? শিশুর উচ্চারিত বাক্যে নির্ব্বোধ বিধবা চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "সৎমা কি আর ভাল হয়? তবে কি করিবে বাছা যাহার যে কপাল, তা না হলে বড় বৌই বা যাবে কেন?" হায় একটা অবিবেচনার কথা কি বিষময় ফল উৎপাদন করে! বালিকার এখন দৃঢ় বিশ্বাস হইল তাহার মত কষ্ট আর কাহারও হয় না, তাহাকে কষ্ট দিবার জন্যই বা মা আসিতেছেন। সে মুখ ভার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শয়নগৃহে গেল, রাগে অভিমানে বালিকা সে দিন আর ঘরের বাহির হইল না। অবিনাশ বাবু আসিয়াই নিরুর অন্বেষণে ব্যস্ত, ভগিনীর মুখে স্বীয় তনয়ায় অসুখের কথা শুনিয়া অধিকতর উৎকণ্ঠার সহিত তাহার নিকট গেলেন। দেখেন বালিকা নিদ্রিত, কোন উদ্বেগের বিষয় নাই বুঝিয়া বাহিরে আসিলেন। সে দিন আর কন্যার সহিত মাতার পরিচয় হইল না। পর দিন তনয়াকে ডাকিয়া পিতা যত্নে মাতার সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন, মাতাও অতি আদরে সপত্নী তনয়ার মুখ চুম্বন করিয়া তাহার সন্তোষের জন্য কতকগুলি খেলেনা হাতে দিলেন। বালিকাও মাতার সস্নেহ ভাব, সেই শান্ত সুন্দর আকৃতিতে মুগ্ধ হইয়া গত রাত্রির প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইল। পিতার ভালবাসা পাইয়া ভাবিল না, বুড় ঝির কথা মিথ্যা, বাবা আমাকে ভাল বাসেন। বালিকা সানন্দে মাতার প্রদত্ত খেলানা সবাইকে দেখাইতে গেল। যাকে দেখে বলে মা আমাকে কত কি সুন্দর জিনিষ দিয়াছেন, আর বুড় ঝি তুই কিনা বলেছিলি মা আমাকে কিছু দেবেন না, এই দেখ্ মা আমাকে কত বড় ছুটা মাকড়ী দিয়াছেন আর এই কাপড় খানাও মা আমার জন্য আনিয়াছেন, এই বলিয়া স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র দেখাইয়া দিল।

এই রূপে কিছু দিন যায়, বাড়ীর দাসদাসী পাড়ার লোক সকলেই জমীদার হইয়া অবিনাশ বাবু গরিবের মেয়ে আনিয়াছেন একথা ভুলিতে পারে নাই। গৃহস্থের কন্যা পরিমিতব্যয়ী, জনক জননীর যত্নে পালিত, অপব্যয় না করিয়া ন্যায়মত ব্যয় করেন, তাহাদের তাহা সহ্য হয় না। ক্রমে রাষ্ট্র হইল নূতন বৌ বড় কৃপণ। নীরবালার ভয়ানক জ্বরবিকার হয়, অনেক চেষ্টা ও যত্নের পর আরোগ্য হইল। বলা বাহুল্য মাতাও তদপেক্ষা অধিক যত্নে সন্তানের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন না, এত যত্নে সৎমা সপত্নীতনয়ার সেবা করিলেন, কিন্তু হায় এসব কে দেখে? বালিকা পীড়িত হইল সে দোষও যেন সৎমার। পিসিমা নিরুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "সেদিন হইতে বৌ আসিয়াছে, মেয়েটা যেন গলে গেল।" সে কথা বালিকার কাণে গেল। নিরুর দাসীও বলে "দিদি ঠাকরুণ মেযেকে নিয়ে তুমি ও পাড়ার বাগানবাড়ীতে চল। কে জানে লোকে বলে সৎমারা অসুখ করে, তা যে দিন পা দিয়েছেন সে দিন থেকে ত আর মেয়ের মুখে হাসি নাই।" বালিকার সম্মুখে, আড়ালে, শিয়রে বসিয়া কেবল ঐ আলাপ। অবিনাশ বাবু বিবাহ করিয়াছেন এ লইয়া সকলের বড় মাথা ব্যথা। ধার্ম্মিকা উন্নতহৃদয়া রমণী কেবল নির্জ্জনে চক্ষের জল ফেলেন। স্বামীকেও স্বীয় দুঃখের কথা বলেন না। কেবল বাটীর সকলের সেবায় নিযুক্ত, অনুচিত আদরে বর্দ্ধিত সপত্নীতনয়াকে সৎপথে আনিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বালিকা মাতার সঙ্গে বড় কথা কহে না, ভাবে মা আসাই আমার পীড়ার কারণ। পিতা বুদ্ধিমান, বুঝিলেন কন্যা ও মাতার পরস্পরে কি ভাব। নিরুর সৎমা কিছু অধিক সলজ্জা আর নীরবালা তদ্বিপরীত। সে এক এক বার রাগিয়া মাতাকে দশ কথা শুনাইয়া দেয়, সৎমা তখন কিছু বলেন না, পরে নির্জ্জন পাইলে নিরুকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন তাঁহার কি দোষ। এক দিন পিসিমা শুনিলেন মাতা কন্যায় কি কথা হইতেছে—কি কথা সব পরিষ্কার শুনেন নাই। ক্ষণেক পরে দেখেন না মাতা কন্যা উভয়েই হাস্যমুখে বাহিরে আসিলেন। সে দিন প্রাতে এক জন ব্রাহ্মণকে দান দিবেন বলিয়া নিরুর পিসি ভ্রাতৃজায়ার নিকট হইতে একটী টাকা লয়েন। বৌর অপরাধ সে বলিয়াছিল "ঠাকুরঝি তুমি যাকে টাকা দিবে ভাবিয়াছ সে বড় দুষ্ট ও অলস তাহাকে

না দিয়া যদি অমুক ব্রাহ্মণ সন্তানকে এই দান কর, বেশী পুণ্য হইবে, সে এখনই ঐ টাকা পাইলে সিদ্ধি প্রভৃতিতে উড়াইয়া দিবে। ও অনেক বার মার কাছে গিয়াছে কিন্তু মা কখনও উহাকে কিছু দেন না ✓ যদি দিতে হয়ত উহার ছেলের হাতে দেন।" ননন্দার একথা গুলি বিষতুল্য বোধ হইল। গরিবের মেয়ে, দানের কি জানে, আমরা জমীদার, কত দান ধ্যান করি, এক টাকার যায়গায় দশ টাকা দি বলিয়া বধুকে অনেক কথা শুনাইলেন। সকলের দুর্ব্যবহারে নিরুর সৎমা জ্বালাতন, তবু মুখ তুলিয়া কথা বলেন না এই সম্বন্ধে কেহ কেহ সময়ে সময়ে যা একটু সুখ্যাতি করিত, কিন্তু ননন্দা ভাবিতেন গরিবের মেয়ে তাই ভয়ে চুপ করে থাকে। প্রাতের সেই কথা ভুলেন নাই, সারাদিন রাগে গিয়াছে, তাহার উপর আবার নিরু কিনা সৎ-মার সঙ্গে হাসিতেছে, তাঁহার অসহ্য হইল—বলিলেন নিরু, সৎমার সঙ্গে আবার আমোদ কিসের ? জান না আজ দুমাস ও তোমাকে ভাল জিনিষ খেতে দেয় না। এত দুধ ঘি মাছের মুড়া ফেলা যায়, তবু বলে না নিরুর জন্য রাখি, আর দাদারও বৌয়ের মতে মত। দুজনেই বলেন ডাক্তার না বলিলে হইবে না। আমরা কি আর কখনও ছেলে মানুষ করিনি, সৎমার ত কথাই নাই, বিয়ে করে বাপেরও মায়া মমতা থাকে না।

নির্ব্বুদ্ধি আত্মীয়া বুঝিল না, নিরু বুঝিল না মা, বাবা আজ দুই মাস কেন ভাল জিনিষ দেয় না। তাহার একবার মনে হইল না সে কিরূপ পীড়ায় রক্ষা পাইয়াছে। পিসিও রাগের বশবর্ত্তী হইয়া মাতা কন্যার মধ্যে অঙ্কিত রূ অশান্তির বীজ বপন করিলেন। হায় হতভাগ্য মানুষ যদি বিবেচনা করিয়া কথা বলিতে জানে, পরিবারের অর্দ্ধেক দুঃখ চলিয়া যায়, মনুষ্যসমাজের বিবাদ বিসম্বাদ এত অধিক হইয়া মনঃপীড়ার কারণ হয় না কিন্তু কৈ আমাদের সে চেষ্টা নাই। দশটী কথাকে একটী করিতে কে পারে, কিন্তু একটীকে ষোলটী করিতে আমরা বিশেষ পটু এই বড় দুঃখ।

এইরূপে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইল, মাতা কন্যা, ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিলেন, আর নীরবালা সৎমাকে "মা" বলেন না; "ইনি" "উনি" করিয়া কাজ সারেন। যেখানে উভয়ের নিমন্ত্রণ হয়, মা যাইতে চাহিলে কন্যা আর কোন মতে যাইতে চাহেন না। দুই চারিবার এই রূপ

দেখিয়া নিরুর মাতা স্থির করিলেন নিরুকেই নিমন্ত্রণে পাঠাইবেন, বড় আশা, যেমনে পারি কন্যাকে সুখী দেখিলেই হইল। ক্রমে লোকে কথা তুলিল অবিনাশ বাবুর স্ত্রী বড় অহঙ্কারী, কোথায়ও নিমন্ত্রণে যান না। হায়! সংসারে এইরূপ হইয়া থাকে, গোপনে মানুষ কত সৎকার্য্য করে, কিন্তু আমরা তাহার ভাব না বুঝিয়া তাহা লইয়া দশ খানি করি। নিঃস্বার্থ মহৎ ভাবপূর্ণ ত্যাগস্বীকার লোকের হাস্যের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়, সুতরাং নির্দ্দোষ পবিত্রহৃদয়া জননীকে যে মনঃপীড়া পাইতে হইবে তাহা বড় আশ্চর্য্য নয়।

মাতা বুঝিলেন কন্যা কখনও আমায় ভালবাসা দিতে পারিবে না। ক্রমে নিরাশ হইতে লাগিলেন, বিষাদে সেই প্রফুল্ল মুখ মলিন হইল। নীরবালা এখন আর বালিকা নাই, অষ্টাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সেই সুকুমার দেহকান্তি বয়সে আরও পুষ্ট হইয়াছে, মুখশ্রী মনোহর, দর্শকের আনন্দদায়ক। সৎমাও সুন্দরী, কিন্তু সে অন্য প্রকারের সৌন্দর্য্য। উচ্চ শিক্ষা, প্রকৃতির দৃঢ়তা, সাধ্বী জীবনের যে পবিত্র হৃদয় তৃপ্তিকর লাবণ্য, তদ্দ্বারা তিনি সুশোভিত। কিন্তু উভয়েরই চক্ষু মনের বিষাদে দীপ্তিহীন, অবিনাশ বাবুর গৃহ নিরানন্দময়। মাতাকে দেখিলে কন্যা পৃথক্ ঘরে চলিয়া যান, মাতাও বিমর্ষভাবে দিন যাপন করেন।

এক দিন অবিনাশ বাবু জমীদারী দেখিতে অতি প্রত্যুষেই দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন স্থানে গমন করেন। শীঘ্র যাইবার আশায় বগীতে চড়িয়া যান, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিবার কথা। পত্নী আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ অশ্বের পদশব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, অমনি নীরবালা চীৎকার করিয়া উঠিল—ও কি ঘোড়া কোথা হইতে আসিল? ও যে বাবার বোগীর ঘোড়া। কন্যার মুখ হইতে কথা বাহির হইতে না হইতে রমণী দ্রুতপদে অশ্বশালার দিকে গিয়া দেখেন বগীর ঘোড়া সাজ শুদ্ধ দণ্ডায়মান, তাহার সারাগায়ে কাদা মাখা, পৃষ্ঠের এক দিক দিয়া রক্ত পড়িতেছে, মুখ দিয়া ক্রমাগত ফেনা বাহির হইতেছে। অনতি বিলম্বে দাস দাসী সকলে আসিয়া জুটিল। ভয়ে ভাবনায় পত্নীর মুখ শুষ্ক।

অবিনাশ বাবুর বাড়ী আসিবার সময় পথে ঘোড়া ভয় পাইয়া বগী উল্টাইয়া দিয়াছে, ভয়ানক আঘাতে অবিনাশ বাবু পথপার্শ্বে মূর্চ্ছিত, ঘোড়া ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী আসিয়াছে। অনতিবিলম্বে গৃহস্বামীর দেহ বাটীতে নীত হইল। গ্রামের বড় বড় ডাক্তার আসিলেন, অনেক চেষ্টার পর জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু যেরূপ আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহাতে জীবনের আশা অতি অল্পই ছিল। প্রতি দিন দুই তিন জন চিকিৎসক আনাগোনা করেন, কেহই মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করেন না। পত্নী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর পার্শ্বে উপবিষ্ট, এইরূপ ভাবে সপ্তাহ অতীত। নীরবালা বড় একটা সে গৃহে যায় না, কেবল দুই চারি-বার সংবাদ লইতে আসে মাত্র। মাতার প্রতি বিরক্তিভাব পিতার প্রতি শৈথিল্য আনয়ন করে, তাহার তাহাই ঘটিয়াছিল; কিন্তু তথাপি পিতার স্নেহ মমতার কথা বিস্মৃত হওয়া কি সম্ভব? মনের অশান্তিতে পিতার জন্য ভাবিয়া কন্যার কেবল চক্ষের জল পড়ে। সৎমা আসা অবধি সে যে পিতাকে তত ভাল বাসিত না, তাঁহার উপর কত রাগ করিয়া তাঁহার মনে কষ্ট দিয়াছে, পিতা তনয়ার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য কত চেষ্টা করিয়াও তাহার মন পান নাই, অবশেষে মনঃক্ষোভে চলিয়া যাইতেও বাধ্য হইয়া-ছেন—একে একে সেই সব কথা মনে পড়িল। অকারণে পিতার ক্লেশের কারণ হইয়াছি, আমারই জন্য সৎ মার চক্ষে জল পড়িয়াছে, সুখের সংসারে অশান্তি প্রবেশ করিয়াছে, এইরূপ নানা চিন্তা ও পরিতাপে কন্যার মন এখন অবসন্ন। এবার যদি বাবা সারেন, আমি তাঁহাকে সুখী করিব, মাকেও আর কষ্ট দিব না, এই ইচ্ছা তাহার মনে বলবতী হইল। বিপদে পড়িলে মানুষ যে ভবিষ্যতের কল্পনায় নিজ অবস্থা বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করে, নীর-বালার তাহাই হইয়াছিল। অনেক ভাবিয়া দেখিল সৎমা তাহার কষ্টের কারণ নয়; পিতা বিবাহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বীয় তনয়ার সম্বন্ধে সেই পূর্ব্ববাৎসল্য অবিচলিত আছে। সে আগাগোড়া সব ভাবিল, হঠাৎ মনে পড়িল মা আজ প্রায় দুই সপ্তাহ রোগশয্যার পার্শ্বে আসীন, আমি কেন বাবার কাছে বসিয়া মাকে একটু বিশ্রাম করিতে বলি না, এ কাজ ত অনা-য়াসেই করিতে পারি। চিন্তা ও দুঃখের ন্যায় শিক্ষক জগতে কে আছে?

তনয়ার হৃদয় গলিয়া গেল, সে বুঝিল এতদিন সে দুঃখ দুঃখ করিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিত, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তাঁহার তুলনাই হয় না; সে সব কল্পনা মাত্র, কিন্তু আজ সে যথার্থ দুঃখিনী। কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিলে, নির্দ্দোষীর মনে ব্যথা দিলে যে পরিতাপে হৃদয় দগ্ধ হয়, আজ নিরুর তাহাই হইয়াছে। সে ধীরে ধীরে পিতার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা জননীর হস্ত ধরিয়া বাহিরে আসিতে সঙ্কেত করিল, এ পর্য্যন্ত সামান্য দাসী ছাড়া কেহ নিরুর মাকে খাও শোও এরূপ কোন কথা বলে নাই। সুতরাং তিনি ভাবিলেন কন্যা কোন সংসারের কাজের জন্য তাঁহাকে ডাকিয়াছে। বাহিরে আসিলে নিরু মৃদুস্বরে বলিল "মা তুমি আজ একটু বিশ্রাম কর, আমি বাবার কাছে বসি।" যে ভাবে কন্যার মুখ হইতে এই কথা গুলি উচ্চারিত হইল, তাহাতে মাতার অবসন্ন হৃদয়ে একবারে দুঃখ শোক উথলিয়া উঠিল, অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া গেল, তিনি বসিয়া পড়িলেন। নিরু আরো কি বলিল। মাতা কন্যার মুখ চুম্বন করিলেন, বাড়ীর কর্ত্তা মৃত্যুশয্যায় শায়িত, কন্যা আজ হিংসা দ্বেষ বিস্মৃত হইল, মাতা সংসারের অশান্তি দুর্ব্যবহার ভুলিলেন, সপত্নীতনয়া বলিয়া যে বিরক্তির ভাব ছিল, একটী কথায় সব দূরে গেল। কন্যা মাতাকে আলিঙ্গন করিলেন। মাতার উজ্জ্বল চক্ষুতে কালিমা, সেই হাস্যময়ী আনন্দমূর্ত্তি বিষম উদ্বেগের ভারে অন্যমনস্ক; সংসারের কোন বিষয় আর মনে নাই, কেবল চিন্তা কিসে স্বামীর জীবন রক্ষা হয়। কন্যারও অভিমান অহঙ্কার মৃত্যুভয়ের নিকট পরাজিত। মাতা কন্যার মধ্যে যে অন্তরায় ছিল, পরস্পরের মধ্যে যে মনোমালিন্য ছিল, শোকের পবিত্র অশ্রুতে তাহা ধৌত হইল। বাবাকে আমরা ফিরিয়া পাইব, ঈশ্বর তাঁহাকে সুস্থ করিবেন, অস্ফুটস্বরে এই কয়টী কথা মাতার সান্ত্বনার সহায়তা করিল। কন্যার স্নেহভাব মাতার কুভাব দূর করিল, মাতার অশ্রু কন্যার হৃদয়ের অসদ্ভাব বিদূরিত করিয়া নৈসর্গিক শান্তিকে সুস্থির হইল। মাতা কন্যার প্রার্থনা নিষ্ফল হইল না, ক্রমে গৃহস্বামী সুস্থ হইতে লাগিলেন। আর মাতা কন্যাকে দেখিলে গৃহান্তরে যান না, উভয়ের সদ্ভাবজনিত প্রফুল্ল মুখ অবিনাশ বাবুর শীর্ণ দুর্ব্বল শরীর সবল হইবার প্রধান ঔষধ হইল, সহস্র সুদক্ষ ভিষক যে ঔষধ দানে অক্ষম, আমরা শান্তিপূর্ণ গৃহে পত্নী ভগিনী দুহিতার নিকট তাহাই

পাই, তাঁহাদের যত্ন, সহাস্য বদন অজ্ঞাতসারে রোগীর বলবিধানের সহায়তা করে।

অবিনাশ বাবু এখনও সম্পূর্ণ সারেন নাই, প্রায়ই বাটীর ভিতর থাকেন, দুর্ব্বলতাবশতঃ পরিশ্রমে এখনও অসমর্থ। একদিন কৌতূহলী হইয়া পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার ও নিরুর ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, এতদিন যে সুখ পাই নাই, এখন তোমাদিগকে দেখিয়া সেই সুখ পাইতেছি, ইহার কারণ কি ?" পত্নী উত্তরে বলিলেন "স্বামিন্ এতদিন আমাদের কি মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল জানি না, নিরুকে দেখিলে আমার কষ্ট হইত এবং সেও আমাকে পরজ্ঞানে শত্রুজ্ঞানে দূরে থাকিতে চাহিত। কিন্তু ঈশ্বর ধন্য, আমরা কষ্টে পড়িয়া উভয়কে চিনিলাম। ভালবাসা ও বিশ্বাস আমাদের উভয় হৃদয়কে মিলিত করিয়াছে।" মাতা, ও সন্তানে যে সুমিষ্ট মিলন হয় কে তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে পারে ? সপত্নীতনয়া সৎমার গুণে বশীভূত, আর লোকের কথায় সে চঞ্চল হয় না, কারণ সে বেস বুঝিয়াছে সৎমা তাহার শত্রু নহেন, কিন্তু হিতাভিলাষিণী বন্ধু। এই রূপে অবিনাশ বাবুর গৃহে পুনরায় সুখ শান্তি বিরাজিত হইল।

পাঠিকা ! আপনাদের মধ্যে অনেকে সৎমা, অনেকে সৎকন্যা আছেন এবং আপনাদের পাঠের জন্যই এ ক্ষুদ্র প্রস্তাবটী উত্থাপন করা গেল। লোকের কথায়, পাড়া প্রতিবেশীর নিন্দায় কাহারও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আসিলে জ্বালাতন হইয়া উঠেন। অনেক সময় পিশাচমূর্ত্তি স্বার্থপর গৃহিণীও আসেন সত্য, কিন্তু এমনও হয় সৎমা সদ্ভাব ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানি লইয়া স্বামিগৃহে আসিলেন, কিন্তু হায় ! বৎসর না যাইতে সে সব ভাব কোথায় গেল ! সপত্নী সন্তানগণ আত্মীয় স্বজনের অনুচিত আদরে, দাস দাসীর প্ররোচনায় প্রথম দিন হইতে শিক্ষা পাইল সৎমা আপন হয় না। সুতরাং তাহারা সেই ভাবে বিচার করে। আমরা যতদূর জানি, ও দেখিতে পাই, সন্তানের দোষ দিতে ইচ্ছা হয় না, সৎমাকেও তত নিন্দা করি না। কিন্তু আমরা প্রতিবেশী, আমরা আত্মীয় স্বজন, আমরাই প্রকৃত দোষী। মা নাই বলিয়া অস্বাভাবিক সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া সন্তানের হৃদয়ে অসৎ ভাবের বীজ রোপণ করি। সৎমার কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করিতে বসিয়া পরি-

বারের মধ্যে কলহ বিবাদের সূত্রপাত করিয়া দি। ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি "সৎমার সৎশ্রদ্ধা পান্তাভাতে ঘি, মাথাটি মুড়িয়ে এস তেল ফোঁটাটী দি।" সৎমায়ের নিন্দা করিতে, তাঁর বিপক্ষে দশ কথা বলিতে আমাদের যত উৎসাহ, এমন আর কিসে? প্রতিবেশিগণ! তোমরা কি অকপটহৃদয়ে বলিতে পার যত আগ্রহে তোমরা উপরিউক্ত কবিতা আওড়াইতে ব্যস্ত, তাহার সিকি আগ্রহেও কখন সৎমার প্রতি সন্তানগণকে ভাল ব্যবহার করিতে উৎসাহ দিয়াছ? মানুষ দুর্ব্বল, কতদিন স্থির থাকিতে পারে? সৎমাও সেই মনুষ্যজাতি, তোমার দশটা গুণ ও দোষ আছে, সৎমাও সে নিয়মের বহির্ভূত নহেন। তবে তাহাকে লইয়া এত আন্দোলন কেন? সে শিক্ষা কয়জনের যাহারা পরীক্ষার মধ্যে স্থির, বিপদরাশিতে পতিত হইলেও অক্ষুণ্ণ ভাবে কর্ত্তব্য কার্য্যে অগ্রসর?

জননি! এই দেখিলাম তুমি মেয়ে দুরন্ত বলে তাহাকে বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিয়া বাহিরে আসিলে, কিন্তু কথাচ্ছলে কোন সৎমার কথা উঠিল, অমনি তুমি মুক্তকণ্ঠে বলিলে "মাগো এমন দেখিনি, ছেলেগুলোকে মেরে আধমরা করে, এমন সৎমাও কি আর আছে?" নিজের ছেলেকে যে তুমি চড় চাপড় কাঠের চেলা প্রহারে ক্ষত বিক্ষত করিলে, তাহাতে কোন কথা নাই, কেহ কিছু বলিলে অম্লানবদনে বল "আমার ছেলে, অন্যের বলিবার কি অধিকার?" আর সৎমা বেচারা হয়ত শিশুর শাসন জন্য একটু হাত তুলিয়াছেন, অমনি পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া গেল "আ! সৎমা আজ ছেলেটাকে কি করিয়াই মারিয়াছে, সৎমা কি না আর কত হবে!" কেহ নিন্দাচ্ছলে হাসিলে, কেহ দীর্ঘনিশ্বাস দ্বারা মনের অসদ্ভাব দেখাইলে, কেহ বা অব্যক্ত ভাবে চক্ষের চাহনীদ্বারা সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দিলে।

যদি প্রতিবেশীর মঙ্গল চাও, পাঠিকাগণ অন্যের কুৎসা ও নিন্দা লইয়া আলোচনা পরিত্যাগ কর, সৎমার কার্য্যের দোষ গুণ বিচারে নিরস্ত হও, সপত্নী সন্তানগণের নিকট সৎমা সম্বন্ধীয় কোন অসদ্ভাবের কথা তুলিও না; কেন না তাহাতে পরিবারের দুঃখ যন্ত্রণার সীমা থাকে না, সৎমার অশান্তির শেষ নাই এবং মাতৃহীন সন্তান সন্ততি যে স্বার্থপর নীচাশয় হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এ মহৎকার্য্য সাধনে আর কোন আয়াস প্রয়ো-

জন করে না, কেবল রসনেন্দ্রিয়কে একটু বিশ্রাম দিলেই এ কার্য্য সিদ্ধ হয়। তাই আপনাদের জনৈক ভগিনী আজ এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইল। যদি পারেন দেখিবেন, এই আমার অনুরোধ। সৎমার জন্য যত না, আপনাদের অসার আমোদ ও গল্প প্রিয়তার জন্য আপনাদের বন্ধুরা ততোধিক ব্যথিত। সৎমার সঙ্গে আমার যেমন আলাপ, জননীগণ আপনাদের সহিতও আমার তেমনি সখীত্ব, অতএব আপনারা আমাকে সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষপাতী মনে না করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই প্রস্তাবটী নিরপেক্ষভাবে পাঠ করেন, আপনাদের নিকট এই মাত্র প্রার্থনা।

বাড়ীর নির্ব্বোধ ছেলে।

ঐ হারাণে! জানিত অমন অকর্ম্মা আর নাই। যখন যা করিতে যাবে একটা না একটা কাণ্ড করিয়া আসিবেই আসিবে। এক গ্লাস জল ঢালিতে কুঁজা ভাঙ্গিয়া বসিয়া আছে। দোয়াত আনিতে বলিলে সমস্ত কাপড়ে কালী ফেলিতে ফেলিতে আসিবে। কাপড় পরারও তেমনি শ্রী, সমস্ত কোঁচাটা কাচায়। বৈ হারাইয়াছে কে, না হারাণে; ভাল আরসী ভাঙ্গিয়াছে কে, না হারাণে। হাত পায়ে যেন বল নাই। যখন তখনি কি বলিবে, সরে না। দরজার কাছে না দাঁড়াইলে যেন হয় না। সে দিন বামুন ঠাকুর ভাত দিতে আসিয়াছে, ভাল অত বড় ছেলে একটু বিবেচনা নাই, হাত লেগে সমস্ত ঝোল খানি কাপড়ময় হইল। দিন রাত বকুনি খেতে খেতে প্রাণ যায় তবুত জ্ঞান হয় না। হারাণের ভাল নাম ছিল বটে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই তাহাকে উহা বলিয়া ডাকিতে শুনে নাই। বিমর্ষ, দুর্ব্বোধ, অসৎ বলিয়া কেহই তাহাকে আদর করে না। তাহার আরও অনেক ভাই, বোন, ছিল, তাহারা সকলেই সুন্দর, সপ্রতিভ ও চতুর, যে

দেখে সেই ভাল বাসে। এমন কি পিতা মাতা অবধি তাহাদিগকে স্নেহ চক্ষে দেখেন। তাহাদের আবদার কখনই অপূর্ণ থাকে না। ঝি, চাকর সবাই ঐরূপ। ভাল খেলনা, সুন্দর পোষাক, নূতন কাপড় আসিলে অগ্রে সকলে পছন্দ করিয়া যাহা বাকি থাকে তাহা হারাণে পায়। সকলেই জানে সে নির্ব্বোধ সুতরাং তার হাসি কান্নার কি মূল্য আছে। দুর্ব্বল বালক মনের কথা কাহাকেও বলে না সর্ব্বদাই মুখ চুণ করিয়া এক পাশে থাকে। ভাই বোনের সঙ্গে খেলা করিতে চায় কিন্তু অবশেষে মার খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসে। মার কাছে নালিশ করিবার যো নাই। সকলে তাহার বিপক্ষে এত কথা কহিবে যে ফিরিয়া তাহাকেই আবার মাতার শাসনে ভীত হইতে হইবে। যত কেন মার না কথা কহিবে না। এরূপ করিয়াছ কি না তুই এক বার "হাঁ" কি "না" বলিবে তাহার পর আর কথা নাই। যে যা দোষ করুক সকলই তাহার উপর দিয়া যায়। যাবেই বা না কেন। সে যে আপনার হইয়া কিছুই বলিতে পারে না, মিথ্যা কথা বলিয়া নিজের দোষ ঢাকিতে জানে না। কাজেই ভায়ের সঙ্গে মারামারী হইলে সেই দোষী সপ্রমাণ হয়। বোনের সহিত ঝগড়া হইলে তিরস্কারের ভাগ তাহারই, এইরূপে সর্ব্বদা তিরস্কৃত হওয়াতে ক্রমে তাহার কোমল মনের সরল ভাব নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল। যেখানে ভালবাসা ও বিশ্বাস হওয়া উচিত সে স্থানে সন্দেহ ও অবিশ্বাস উপস্থিত হইল।

সারাদিনের পর বাবা বাড়ী আসিলে চারু, উপেন, সুমতি, প্রিয়, তরু, খোকা সকলেই আসিয়া বাবার চারিদিকে বসে। কত হাসি কত গল্প হয়, কথোপকথন হইতে হইতে প্রায়ই শুনা যায় কেহ না কেহ বলিয়া উঠে, বাবা! হারাণে বড় বোকা সে আজ তোমার ভাল বৈ খানিতে কালী ফেলিয়াছে। কেহ বা বলে সে দিন স্কুলে না যাওয়াতে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট খুব বকুনি খাইয়াছে যখনই হউক হারাণের সম্বন্ধে ঐ রকমের একটা না একটা সংবাদ পিতার কর্ণগোচর হইত। মাও প্রায় বিমর্ষ হইয়া বলেন ওটাকে লইয়া যে কি হইবে জানি না। অমন নির্ব্বোধও কি হয়। কাহারও সহিত মিলেনা বলিয়া বোকা ছেলে এক স্বতন্ত্র গৃহে থাকে। দোতালার

কোণে সব ছোট ঘরটি তাহার। সকলের নিকট হইতে অনাদর ও ভৎ-সনা পাইয়া বালক আপনার অনুপযুক্ততা মনে করে কত যে কাঁদে তাহা কে বলিবে। "আমার মত কুৎসিত বিরক্তিকর জীব আর নাই এই ভেবে সে পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী সকলের নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে। কাহাকে দেখিলে সে সঙ্কুচিত হয়। লোকের সহিত কথা কহিবে কি, মুখ তুলিতেও সাহস পায় না। এইরূপে ক্রমেই মানুষের নিকট হইতে দূরে থাকিতে লাগিল বটে কিন্তু তাহার সেই ক্ষুদ্র বালকের হৃদয় প্রকৃতির শোভা দেখিতে বড় ভাল বাসিত। উজ্জ্বল নক্ষত্র, সুন্দর মেঘ, মনোহর ইন্দ্রধনু, সুস্নিগ্ধ চন্দ্রমা এ সকল তাহার বড় প্রিয়। স্বীয় নিভৃত গৃহের গবাক্ষে বসিয়া প্রতিদিন সে উহাই দেখিত। ঐ সমুদয়ের শোভা দেখিতে দেখিতে সে আপনার দুঃখের কথা ভুলিয়া যাইত! তাহাব সেই মলিন মুখে হাসি দেখা দিত, সে ঘরে কেহ যায় না, সেখানে তাহার তিরস্কারের ভয় নাই, সুতরাং সে সময়ে তাহাকে দেখিলে সপ্রতিভ ও বিমর্ষ হারাণে বলিয়া চিনিয়া লওয়া দুঃসাধ্য। কারণ সেই সময়ের হৃদয়ের সদ্ভাবজনিত প্রফুল্লতা দ্বারা সেই কুৎসিত বালকের মুখ প্রসন্ন হইত।

এই প্রকারে দিন যায়। তাহার জন্য কেহই বিশেষ যত্ন করে না। সব ভ্রাতার সহিত সেও স্কুলে যায় কিন্তু সে কি পড়ে না পড়ে কেহই তাহার তত্ত্ব লয় না। স্কুল হইতে আসিয়া ছেলেরা খেলা করে সে তাহাদের সঙ্গে মিশে না। ঝি চাকর পাড়ার লোক সবাই জানে বাবুদের সেই ছেলেটি নির্ব্বোধ, সুতরাং সে কাহারও নিকটেই আদর পায় না। কেহই তাহাকে বড় একটা আদর করে না, কেহই তাহাকে বড় একটা গ্রাহ্য করে না এবং সেও কি তেমনি, যেন জুজু। এই সব কারণে সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল এমন নির্ব্বোধ কেহ কখন দেখে নাই। এই সময় কোন কার্য্যোপলক্ষে তাহার পিতৃব্য একবার তাহাদের বাটীতে আসেন; সকলের ন্যায় তিনিও আসিয়া শুনিলেন বড় দাদার সেজ ছেলে বড় নির্ব্বোধ। সে কাহারও সহিত তেমন একটা কথা কয় না, পাড়ার ছেলেদের সহিত তাহার আলাপ নাই।

একদিন সন্ধ্যার সময় দুই ভ্রাতায় কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে,

কথা প্রসঙ্গে হারাণের কথা উঠিল তাহাতে তাহার পিতা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "দেখ কি করি উহার জন্য আমার আর উপায় নাই অমন ছেলে কখন দেখি নাই। সে যে কেন এমন হইল ভাবিয়া পাই না। কিছুতেই তাহার মুখে হাসি নাই অন্য ছেলেরা কত আদর করে, নুতন জিনিষ দেখিলে কত সন্তুষ্ট, কোন খানে যাইবার কথা হইলে ব্যস্ত হয়, উহার কি কোন সাধ নাই। ভাল জিনিষ দেও না দেও সমান। কাহারও নিকট যাবে না সর্ব্বদা একাকী থাকিতে ভাল বাসে। যখনি দেখিবে ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া একাকী বসিয়া আছে। দেখিলে বোধ হয় এবাড়ীর ছেলে নয়। কাহার সঙ্গে না হাসি না গল্প, সেই ছোট ঘরটিতে সে সারা দিন রাত্রি কি করে কেহ জানে না।" এই বলিয়া হারাণের পিতা হস্তস্থিত কাগজ পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

নরেন্দ্র বাবু যেমনি বুদ্ধিমান তেমনি চিন্তাশীল। ভ্রাতৃপুত্রের কথা শুনিবা মাত্র ভাবান্তর উপস্থিত হইল। কিছু দিন হইল তিনি কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে দেখিয়াছিলেন যে "বাড়ীর যে সন্তান সর্ব্বাপেক্ষা অনাদৃত ও কুৎসিত সেই অনেক সময়ে পরিণামে বড় লোক হয়" হারাণের কথা শুনিয়া অবধি তাঁহার পুনঃ পুনঃ ঐ কথা গুলি মনে উদয় হইতে লাগিল। তিনি উঠিয়া বাগানের দিকে গেলেন। অল্পক্ষণ এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে মনে হইল দাদার ছেলেটি ঘরে বসিয়া কি করে তাহা একবার দেখিনা কেন।

বৈকালে একবার মাত্র বেহারা হারাণের বিছানা পাতিয়া আসে নতুবা আর কেহ সে দিকে যায় না। আর বোকা ছেলের ঘরে কেই বা যাবে? নরেন্দ্র বাবু দ্বারে আঘাত করাতে হারাণ প্রথমে কিছু ভীত হইল, দ্বার খুলিবে কিনা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু বার বার আঘাত করাতে সত্বরে দ্বার খুলিয়া দোষীর ন্যায় অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ভাব গতিকে কিছু অবাক্ হইলেন কিন্তু মনের ভাব গোপন পূর্ব্বক একটু হাসিয়া বলিলেন কি হারু আমি আসাতে তুমি কি বিরক্ত হইয়াছ? (অনেক দিনের পর সে আজ মিষ্ট কথা শুনিল তাহার মনে পড়ে না সে কখন আদরের ডাক্ শুনিয়াছে কি না) ,তোমার মুখ অত মলিন কেন।

তোমার কি কোন অসুখ হইয়াছে এই বলিয়া সস্নেহে তাহার হস্ত ধরিয়া আপন পার্শ্বে বসাইলেন। হারাণের বয়স প্রায় ১৫ বৎসর এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কাহারও আদর পায় নাই। তাই সে পিতৃব্যের ব্যবহারে স্তম্ভিত হইল, "আমাকে ত কেহ ভাল বাসে না আমি সকলের ঘৃণার পাত্র তবে কেন ছোট কাকা আজ আমার প্রতি এত স্নেহ দেখাইতেছেন" এই ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষে জল আসিল। সন্ধ্যাতীত হওয়ায় ঘরটি কিছু অন্ধকার হইয়াছিল সেই জন্য তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিবেন বলিয়া তাহার পিতৃব্য তাহার হাত ধরিয়া আলোর দিকে লইয়া গেলেন। যেমন বসিতে যাইবেন অমনি হাত লাগিয়া পার্শ্বস্থ টেবিলের উপর হইতে কতক গুলি কাগচ পড়িয়া গেল। কি, বলিয়া নরেন্দ্র বাবু তুলিয়া দেখেন না হারাণের লেখা। বালক কি করে সর্ব্বদা একাকী থাকিতে ভাল লাগিত না তাই যখন যাহা উদিত হইত অমনি লিখিয়া রাখিত। "ও কিছু নয়" বলিয়া বালক অপ্রতিভের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। নরেন্দ্র বাবু মনোযোগপূর্ব্বক দুই এক খানি দেখিয়া এত আশ্চর্য্য হইলেন যে সহসা বালকের লেখা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কাগজগুলি পকেটে রাখিয়া অধিকতর স্নেহের দৃষ্টিতে বালকের প্রতি চাহিয়া বলিলেন হারু! আমি যদি কিছু দিনের জন্য তোমাকে আমাদের/বাটীতে লইয়া যাই তবে যাইবে কি? বালকের মুখ প্রফুল্ল হইল সে বলিল বাবা যদি যাইতে দেন আমার বড় আহ্লাদ হইবে। নরেন্দ্র বাবুর যাইবার দিন আসিল সেই সঙ্গে হারাণ যাইবে তাহার সমস্ত আয়োজন হইল। সকলে অবাক্।/ ছোট কাকা কি বোকা,/ নতুবা বাড়ীতে এত এত ভাল বুদ্ধিমান সুন্দর ছেলে থাকিতে তিনি কিনা হারাণকে লইলেন। নরেন্দ্র বাবু এক ধরণের মানুষ, সাধারণ লোকের বড় একটা, মতামত গ্রাহ্য করিতেন না, নিজে যা ভাল বোধ করিতেন কাহার সাধ্য তাহা হইতে বিচলিত করে। ভ্রাতৃপুত্রকে দেখিয়াবধি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে এ সামান্য ছেলে নয় ইহার ভিতরে এমন কিছু আছে যাহা যত্ন পাইলে সম্যক্ রূপে প্রকাশিত হইবেই হইবে। এই ভাবে উত্তেজিত হইয়া তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার শিক্ষার ভার নিজ হস্তে লইলেন, তাহার বিষণ্ণ চিত্তে আনন্দ উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন

করিতে ত্রুটি করিলেন না। সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। তিনি একজন সম্পন্ন ব্যক্তি সুতরাং শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা অর্থসাপেক্ষ তাহারও কোন অভাব রাখিলেন না। এই প্রকারে পাঁচ ছয় বৎসর অতীত হইল (বাড়ীর সকলে আশ্চর্য্য যে সেই বোকা হারাণকে ছোট কাকা কি করিয়া এত দিন বাড়ীতে রাখিয়াছেন) এখন আর হারাণের সে শ্রী নাই। সেইরূপ শীর্ণ দেহ এখন পুষ্ট হইয়াছে। সেই মলিন মুখ এখন স্বাস্থ্য ও মনের স্ফূর্ত্তিতে হাস্য যুক্ত। যদিও মুখশ্রী সাধারণতঃ সুন্দর বলা যায় না, কিন্তু সেই উজ্জ্বল চক্ষু-দ্বয়ের এমন একটি শান্ত কোমল ভাব যে দেখিলে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার উদ্রেক না হওয়া অসম্ভব। এখন দেখিলে কে বলিবে ঘোষেদের বোকা ছেলে হারাণে। কেবল মাত্র উহাই নহে অনেক দিন থাকিয়া স্বভাবেরও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনুকূল অবস্থা পাইয়া সেই নির্ব্বোধ বালক স্বীয় অধ্যবসায় গুণে এখন বিদ্যালয়ের সর্ব্ব প্রধান ছাত্র। মাতাও যে সন্তানকে উপযুক্ত স্নেহ করিতে বিরত ছিলেন সেই এখন অপরিচিত শিক্ষকের প্রিয়-তম ছাত্র। পরীক্ষায় সকলেই তাহাকে পরাজিত করিতে অসমর্থ। তাহার বিনয় নম্র ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। তাহার অসাধারণ ন্যায়ানুরাগের নিকট পাষণ্ড প্রতারকও সঙ্কুচিত। আট বৎসরের অবিশ্রান্ত যত্ন এত দিনে সার্থক হইল। নরেন্দ্র বাবুর প্রতিজ্ঞার সুফল ফলিল। গ্রন্থকারের বাক্য সত্য তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

ক্রমাগত নিন্দা ও তিরস্কার শুনিলে মনের সমুদয় ভাব যে প্রকার নিস্তেজ হইয়া যায় হারাণের তাহাই হইয়াছিল, নতুবা সে স্বাভাবিক বুদ্ধিহীন ছিল না। অনেক বালক আছে যাহারা বেস বুদ্ধিমান কিন্তু শান্ত ও ধীর, মনে যাহা হয় তাহা কাহাকে বলিতে পারে না। সাধারণতঃ দেখা যায় এই প্রকারের বালক নির্ব্বোধ নামে অভিহিত হয়, এবং বিশ্বাসে শিক্ষা ও ব্যব-হারের তারতম্যানুসারে অনেক সময়ে বুদ্ধিমান ও ক্রমে বুদ্ধিহীন হইয়া উঠে যথার্থ স্নেহ যত্নের নিকট কিনা সম্ভব। বালকের হৃদয়ে উপযুক্ত ভাব না পাইয়া সেই সরস অন্তঃকরণ মিষ্ট সহানুভূতির অভাবে এইরূপ বিকৃত হয়। ক্রমাগত নিন্দা অনাদর অবহেলা পাইয়া হৃদয়ের যে সকল উন্নত মহদ্ভাব থাকে সে সকল লুপ্ত হইয়া যায়, আবার স্নেহ যত্ন পাইলে সে সকল স্ফুরিত

হয়। তাই বলি মাতঃ আপনারা আপাত দৃশ্যে শিশুর বিচার না করিয়া তাহাদের মনোগত ভাবের প্রতি একটু অধিক মনোযোগী হউন। আমরা জানি এমন মাতাও আছেন যাঁহারা সকল সন্তানের মধ্যে একটিকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখেন এবং কেহ কেহ চিরঅনাদৃত। আমরা অধিক কি বলিব কেবল আপনাদিগকে এই মাত্র স্মরণ করাইবার প্রার্থী যে আপনাদের গৃহেও অনেক গুপ্ত হারাণে আছে তাহা যেন না ভুলেন।

কেন এমন হইল ?

নিত্যানন্দ বাবু সে কেলে গোচের লোক, বাবু গিরির (তাঁহার মতে পরিষ্কার কাপড় পরাই বাবুগিরি) উপর বড় চটা। বাটীর কোন ছেলেকে ভাল কাপড় পরিতে দেখিলে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠেন "আ! ছেলে গুলা এক বারে গেল!" কাহারও হাসি ভাল বাসেন না, বলেন তাহাতে মন চঞ্চল হয়; গাম্ভীর্য্য থাকে না। বাড়ীতে কোন রকম গল্পের পুস্তক আনা একেবারে নিষিদ্ধ—সংবাদ পত্র ভাল নয় বলিয়া পড়িতে বারণ। ছেলে মেয়ে দুদণ্ড আমোদ আহ্লাদ করিবে, হাসিবে চীৎকার করিবে, তাহাতেও আপত্তি। সকলকে ধর্ম্মপথে আনিতে হইবে, গম্ভীর শান্ত প্রকৃতি যাহাতে হয়, তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে এই আশা করিয়া তিনি বাটীর কোন শিশুকে চক্ষের অন্তরাল করেন না। শিশু সুলভ স্ফূর্ত্তিতে কেহ তাঁহার নিকট আসিতে পারে না। হাসিলে বাবা বকিবেন, দৌড়াদৌড়ি করিলে শাস্তি পাইব, এই ভয়ে সবাই সশঙ্কিত! এক দিন সুরমা সুশীলার উপাখ্যান পড়িতেছে এমন সময় পিতা আসিয়া উপস্থিত; কি পড়িতেছ বলিয়া দেখেন কি না "উপাখ্যান"। আর রক্ষা নাই, তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং কঠোরস্বরে বলিলেন "তোর মত দুষ্ট মেয়ে আর দেখি না এত বড় আস্পর্দ্ধা, তোদের হাতে যদি আবার এমন সব পুস্তক দেখি বিলক্ষণ শাস্তি দেব"। সুরমা অবনতবদনে

খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল "বাবা ! ঐ বৈ খানি দাদা দিয়াছিলেন, উহাতে খুব একটী ভাল মেয়ের কথা আছে"। তাহার সে কথা কেবা শুনে ; পিতা বরং অধিকতর রাগে বলিলেন "ভাল মন্দ আমি জানি না, আমার কথা শুনিতে হইবে। পড়িতে হয় ত দময়ন্তী, সীতার কথা পড়, মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের কথা আছে সেই বৈ দেখ।" যে প্রকার বিরক্ত ও রুক্ষভাবে পিতার মুখ হইতে এই কথা গুলি উচ্চারিত হইল, তাহাতে সন্তানের শিক্ষা হওয়া দূরে যাক্, তাহার মনে কেবল মন্দ ভাবেরই উত্তেজনা করিয়া দেওয়া হইল, কারণ পিতার ব্যবহারে তাহার মনে রাগ ও ভয় যুগপৎ আসিয়া উপস্থিত হইল—সে কিছু বুঝিল না। দুঃখে অভিমানে চক্ষুদিয়া জল পড়িতে লাগিল। এমন সময় জ্যেষ্ঠ সহোদর নিকটে আসাতে বলিল "দাদা বাবা সবভাতেই আমাদের বকেন। আজ কোন অন্যায় কাজ করি নাই, তবুও বকুনি খাইলাম—সবাই বলে সুশীলার উপাখ্যান ভাল কিন্তু বাবা তাহা বলিতে দেবেন না। তাঁর এত রাগ কেন হয় ? হাসিলেও বাবা রাগ করেন, দৌড়াইলে বলেন চুপ্ করে বসো, ভাল কাপড় পরিতে দেখিলে বলেন তোদের ছেলে বেলা হইতে এত আসক্তি। বৈরাগ্য শিখিতে হয় ত এ সব ছেড়ে দে। সত্যি দাদা আমিত এ সব বুঝিতে পারি না। বৈরাগ্য আসক্তি কাকে বলে তুমি জান ? বাবার কাছেত সর্ব্বদাই ঐ কথা শুনিতে পাই, কাপড় ও গহনা পরিলেই তিনি ঐ কথা বলেন। দাদা ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা কি বৈরাগ্য আর ভাল কাপড় ও গহনা পরার নাম কি আসক্তি !"

এক দিন ছোট নিমু স্কুল হইতে আসিয়া দৌড়ে মার কোলে উঠিল এবং হাসিতে হাসিতে বলিল মা আজ আমি সব ছেলের উপর ছিলাম। মাতা আদরে মুখ চুম্বন করাতে বালকের সহাস্য মুখ আরও প্রফুল্ল হইল। সে বলিতে লাগিল "মা আমি রোজ এমনি করে পড়া করিব, তাহা হইলে তুমি আমাকে খুব ভাল বাসিবে ?" এমন সময় পিতাকে আসিতে দেখিয়া সে অন্য দ্বার দিয়া চলিয়া গেল, বাবাকে দেখিলে কাছে আসা দূরে থাক্, কে কোথায় পালায় যে ঠিক্ পায় না, এমন কি তিনি আদর করিতে গেলেও তাহারা ভাবে বুঝি বকিবেন।

নিত্যানন্দ বাবুর রাগের ভয়ে সব ছেলে কম্পিত।/ বাহিরে যে যাহা করুক, তাঁহার সম্মুখে সবাই নিরীহ ভাল মানুষ—তিনিও এই সব দেখিয়া ভাবেন তাঁহার স্বীয় সন্তান পালনের রীতি উৎকৃষ্ট। মনে মনে এই ভাবিয়া বড়ই আশান্বিত যে তাঁহার সন্তানেরা ভবিষ্যতে খুব ভাল হইবে, শাসনে থাকিয়া বাধ্য হইতে শিখিবে।

ধর্ম্মের কথা শুনিয়া ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। কারণ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক ছাড়া তিনি কখনও কাহাকে আর কোন পুস্তক পড়িতে দেন না। দশ ছেলে মিলিয়া যেখানে আমোদ করে, তাঁহার সন্তানেরা সেখানে যাইতে পায় না। নির্দ্দোষ শিশুর সহাস্য মুখ গভীর কথার অর্থ নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হইয়া যখন বিমর্ষ ভাব ধারণ করে, পরলোকে বৈরাগী আশক্তি পিতৃমুখ বিনির্গত বড় বড় বাঁধা গত শুনিয়া তাহারা যখন স্তম্ভিতের ন্যায় চাহিয়া থাকে, আহ্লাদে দৌড়িতেছে, খেলা করিতেছে, পিতাকে দেখিবামাত্র দোষীর ন্যায় থমকিয়া দাঁড়ায়, পারতপক্ষে পিতৃসমক্ষে আসে না, তখন পিতা মনে করেন আমার শিক্ষার ফল আশাজনক, কারণ আমি কিছু বলিলেই সকলে চুপ্ করিয়া থাকে, আমার কাছে সবাই শান্ত। "কি হইল ছেলেটা একেবারে গেল" এই বলিয়া নিত্যানন্দ বাবু হৃদয় ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিমর্ষভাবে নিকটস্থিত চৌকীতে বসিয়া পড়িলেন। এত শাসন করিয়াও বিনোদকে বশে আনিতে পারিলাম না! ধর্ম্মে মতি হওয়া দূরে থাক্ সে কিনা এখন বলে আমি ও সব কিছু মানি না। একটী কথা বলিতে গেলে মান্য করিয়া শোনা দূরে থাকুক, রাগিয়া বলে অমন করেন ত আমি পৃথক্ হইব। কেবল বাবুগিরিতেই মন। দান ধ্যান দূরে থাকুক এত কষ্টে মানুষ করিলাম এখন আমাকে একটী পয়সা দিতেও কৃপণতা দেখায়। পদে পদে স্বার্থপর কপট ব্যবহার করে। হায়! আমার ভাগ্যেও এত ছিল। এত যত্নের শিক্ষার ফল অবশেষে এই দাঁড়াইল। বলিতে কি নিত্যানন্দ বাবু ভাবিয়া হতবুদ্ধি যে তাঁহার সন্তানগণ এ কুশিক্ষা কোথায় পাইল। সময় সময় বলেন অদৃষ্টের দোষ নতুবা কেন এমন হইবে।

কেবল শাস্তির ভয় দেখাইয়া দিন রাত্রি প্রহার করিয়া, শিশুর হাস্য

কুদর্শনে বাধা দিয়া স্বাভাবিক ভাবে তাহার সমুদায় মনোবৃত্তিকে কার্য্য করিতে না দিয়া নিয়ত দোষীর ন্যায় তাহার প্রতি রুক্ষ ব্যবহার ও অবিশ্বাস প্রকাশ দ্বারা সন্তানের শিক্ষার ও উন্নতি বিধানের সাহায্য হইত, ক্রমাগত শুষ্ক মৌখিক বাক্য দ্বারা কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীতে এতদিন অনেক বড় লোক দেখা যাইত। কথায় সময় দেবতা—কার্য্যকালে সংসারের সামান্য নীচাশয় মানুষ—সকল সময় উপদেশ, কাজের সময় বিপরীত আচরণ, যেখানে এরূপ দেখা যায়, সেখানে সন্তানের সুশিক্ষা কত আশাপ্রদ তাহা ভাবিতে অধিক আয়াস লাগে না, শত উপদেশ অপেক্ষা একটী জীবন্ত দৃষ্টান্ত অধিকতর ফলোপধায়ী, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। যে গৃহে সন্তান পালনের, সন্তানের শিক্ষা প্রণালী প্রহার, তাড়না, ভয় প্রদর্শনে পর্য্যবসিত, সে গৃহের সন্তান বয়ঃপ্রাপ্তে কি হয় অনেকে বোধ হয় অবগত আছেন।

প্রচণ্ড ঝটিকাঘাতে কোমল কোরক অকালে দলিত হইলে যেমন মাধুর্য্য হীন হইয়া পড়ে, সুকুমার কান্তিতে বিকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তাহার সমুদয় সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ শিশু হৃদয়ে অপরিস্ফুট কোমলভাব সকলও প্রথম হইতে কঠোর ব্যবহার পাইয়া সম্যক বিকাশিত হইতে পারে না। শিশুর বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয় যত যত্ন, যত আদর, যত স্নেহ পাইবে, তাহার সারল্যের মধুরতা ততই মনোহর ভাবে স্ফুরিত হইয়া দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে। ক্রোধের রুক্ষ শাসন কোমল স্বভাব শিশুর জন্য নহে। স্নেহের বাক্য, সহানুভূতির দৃষ্টি, জীবন্ত দৃষ্টান্ত ইহাই শিশু-জীবন গঠনের প্রকৃত উপাদান। নিজের দৈনিক জীবনের সদ্‌ভাবে তাহার চিত্তের আকর্ষণ করাই তাহাকে প্রকৃত মহত্ত্বের পথে অগ্রসর করিবার স্থায়ী উপায়। ইহা দ্বারাই তাহার কোমল মনের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য বয়োবৃদ্ধি সহকারে স্নিগ্ধতর হয়। কেবল কর্কশ ব্যবহার, অবিশ্বাসের ভাব, অকারণ রাগ প্রভৃতির মধ্যে বর্দ্ধিত সন্তান বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমুদায় শিক্ষা করে এবং সময় আসিলে নিজের জীবনে তাহারই দৃষ্টান্ত দেখায়। শিশুর বিলক্ষণ মান অপমান বোধ আছে। বাল্যকাল হইতে সামান্য জীবের ন্যায় ব্যবহৃত, উপেক্ষিত হইলে নিজের মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি থাকে না

সুতরাং অন্যের প্রতিও সেই ভাব আসিয়া পড়ে। কেন এমন হইল? পাঠিকা যদি এ কথায় উত্তর জানিতে উৎসুক হয়েন তাহা হইলে আমার উত্তর এই ;—অতি শাসন, কঠোর আচরণ সন্তানের হৃদয়কে অস্বাভাবিক করিয়া দিয়াছে অল্প বয়সে ভয়ের আধিক্য হেতু মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে সাহস ছিল না, যেই ভয় ভাঙ্গিয়া গেল, নিজমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া অনুচিত শিক্ষার বিষময় ফল উৎপাদন করিল। যাঁহারা মনে করেন, কেবল শাসনে রাখিলে সন্তানের প্রকৃত শিক্ষা হয় তাঁহারা এই প্রস্তাবটী একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করেন এই আমার অনুরোধ।

প্রলোভনের পরিণাম।

"কত খাটিব, আর যে পারি না" এই বলিয়া কোন রমণী হস্তস্থিত সেলাই রাখিয়া স্বীয় ক্ষীণ করতলে মস্তক নত করিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে রহিল। "প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এত পরিশ্রম করি, কৈ তবুত কষ্টের শেষ নাই' অস্পষ্ট স্বরে এই কথা বলিতে বলিতে শতগ্রন্থি একখানি জীর্ণ বস্ত্র দ্বারা আপন ক্ষুদ্র দেহ আবৃত করিল। একে দুর্ব্বল শরীর তাহাতে ভয়ানক শীত, তাহার উপর আবার সারাদিন অনাহার—আর কত সহ্য করিবে? নীরবে চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। অনেক্ষণ এইভাবে গেলে অবশেষে থাকিতে না পারিয়া অন্যমনস্ক হইবার আশয়ে ক্ষুদ্র জানালার নিকট গিয়া দাড়াইল। জানালার সম্মুখে রাস্তার পার্শ্বে কোন ধনির সুরম্য অট্টালিকা। গবাক্ষ উন্মুক্ত থাকাতে মূল্যবান বিবিধ সামগ্রী সজ্জিত গৃহগুলি বেশ দেখা যাইতেছিল। গৃহ সজ্জার অভাব নাই কোথায় সুন্দর ছবি; কোথায় শ্বেত প্রস্তর মূর্ত্তি, কোথায় স্ফটীকাধারে মনোহর পুষ্পস্তবক। হর্ম্ম্যতল কারুকার্য্যে খচিত, অতিবিচিত্র মহামূল্য আসনে মণ্ডিত। গৃহ সজ্জার অভাব নাই, যে দিকেই দৃষ্টিকর মুগ্ধ হইতে হয়। মধ্যে মধ্যে সুমধুর বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইতেছে। রমণীর দৃষ্টি সেই দিকে নিক্ষিপ্ত হইল, সে দেখিতে পাইল দুইটী যুবতী বেশভূষায় সুশোভিত হইয়া গৃহে

প্রবেশ করিল। তাহাদিগের অলঙ্কার দীপ্তি, বস্ত্রের চাক্‌চিক্যে গৃহ যেন আরও উজ্জ্বলভাব ধারণ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে একজন ভৃত্য আসিয়া কি বলিল, আর রমণীদ্বয় বিকট হাস্য করিতে করিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া চঞ্চল পাদ বিক্ষেপে প্রাঙ্গণস্থিত সজ্জিত শকটে আরোহণ করিল। নিমেষ মধ্যে সুদৃশ্য যান দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়া গেল।

দরিদ্রা নারী বিমুগ্ধের ন্যায় এই সকল দেখিতেছিল এবং নিজের অবস্থার সহিত ঐ রমণীদ্বয়ের অবস্থা তুলনা করিয়া স্বীয় অদৃষ্টের প্রতি কতই দোষারোপ করিতেছিল। এমন সময়ে হঠাৎ কাহার পাদশব্দে চমকিয়া উঠিল এবং ক্ষণপরেই দেখিল যে তাহার প্রভুপত্নী উপস্থিত তাঁহাকে দেখিয়া সে কিছু সঙ্কুচিত হইল এবং যে যে কাপড় সেলাই করা হইয়াছিল তাহা দেখাইবার নিমিত্ত কর্ত্রীর দিকে অগ্রসর হইয়া সে গুলি তাহার হস্তে দিল। প্রভুপত্নী অনেক প্রশ্নের পর তাহাকে প্রাপ্য মূল্য প্রদান করিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন এবং দরিদ্রা নারীও আপন গৃহে যাইবার নিমিত্ত বহির্গত হইল।

কিয়দ্দুর যাইয়া একপর্ণ কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। দুঃখিনী বালা কুটীরে প্রবেশ করিয়া যেন তাহার মুখ আরও বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিল। সে হৃদয় ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া "বাবারে! তোরাসব কোথায় গেলি" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল এবং প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা এইরূপে থাকিয়া অবশেষে চক্ষু মুছিয়া গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এই দরিদ্রা রমণীর এক সময় সকলি ছিল। কর্ম্মক্ষম উপযুক্ত স্বামী, দুইটী সুকুমার সন্তান। কিন্তু হায় সে সকল এখন কোথায়? একে একে সকল গুলিই এই পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছে। প্রথমে স্বামী পরে কনিষ্ঠপুত্র। একমাত্র সন্তান অবশিষ্ট ছিল, সেও মাতার ক্রোড় শূন্য করিয়া অকালে চলিয়া গেল। দুঃখিনীর আপনার বলিবার কেহ রহিলনা। এখন তাহার সেই সুখময় গৃহ শ্মশান তুল্য। বিধবা অসহায় নারী উপায় না দেখিয়া কোন ভদ্র ব্যক্তির গৃহে কর্ম্মের প্রার্থনা জানাইল এবং এইরূপে যখন যেখানে যাহা পায় সেলাই করিয়া কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

নিরাশ্রয় অবস্থা সত্য, কিন্তু সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক বলিয়া সকলেই তাহাকে দয়া করে, তাহার সেই মলিন মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলে কেহই শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারেনা। তাহার অন্তরও পবিত্র ভাবে অনুরঞ্জিত। দুঃখে শোকে কাতর হইয়া অনাথিনী বালা নির্জনে ঈশ্বরকে ডাকে, তাঁহার চরণে অশ্রুবর্ষণ করে, হৃদয়ে পবিত্র শান্তি লাভ করিয়া জীবনের দুঃখ ভুলিয়া যায়।

দিন যায়, মাস যায়, বৎসরের পর বৎসর অতীত হয়, দুঃখিনীর দুঃখের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইলনা। যে অপরাজিত ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সে স্বীয় দৈন্য দশাতেও ধন্য হইয়াছিল, ক্রমে তাহার তৎপ্রতি শিথিলতা উপস্থিত হইতে লাগিল। ক্রমে দুষ্টলোকের প্ররোচনায় সে পাপের নিকট স্বীয় ধর্ম্মকে বলিদান করিবার প্রতিজ্ঞা করিল, ধনলোভ, সুখ লালসা, প্রবল হইয়া তাহার জীবন নদীতে বিপরীত তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত করিল।

যে রমণীদ্বয়ের গৃহ শোভা ও বেশভূষায় মুগ্ধ হইয়া দুঃখিনী নারী স্বীয় জীবনকে তদবস্থ করিবার জন্য লালায়িত হইত, যাহাদিগকে সুখী মনে করিয়া সেই সুখে আপনাকে নিমগ্ন করার জন্য ব্যাকুল হইত, আজ সেই গৃহের একজন অধিস্বামিনী। বিচিত্র বস্ত্র, বহুমূল্য অলঙ্কারে সর্ব্বদা সজ্জিত, তাহার কত দাসী দাসী লোকজন। কিন্তু হায়! ঈশ্বরের প্রতি আর তাহার মন নাই, একটু দুঃখ কষ্ট বহন করিবার জন্য আর তাহর অন্তরে প্রবৃত্তি বা দৃঢ়তা নাই, আপনার বিষয় চিন্তা করিবার আর তাহার অবসর নাই। তাহাকে এখন পাপাচারী লোক দিগের সহিত দিবানিশি বাস করিতে হয়, তাহাদিগের হাস্যে হাসিতে হয়, পরের মন যোগাইবার জন্য অশেষ প্রকারে ব্যস্ত থাকিতে হয়, পাপ প্রসঙ্গ করিতে হয়, নরকের কীট হইয়া পাপের দুর্গন্ধময় স্থানে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে হয়। জনসমাজে আজ তাহার স্থান নাই, আদর নাই। তাহার যে মুখের ভাব অন্যের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিতনা, এখন সে মুখের প্রতি দৃষ্টি করিতে ঘৃণা হয়।

রমণীর ক্ষুদ্র কুটীর শূন্য! সুরম্য প্রাসাদে তাহার দিন অতিবাহিত হয়—অনাহার, পরিশ্রম, দরিদ্রতার পরিবর্ত্তে উপাদেয় ভোজ্য, বিশ্রাম, অপরি-

মেয় ধনরাশি—কিছুরই অপ্রতুল নাই। তবে কেন চক্ষুতে কালিমা পড়িয়াছে? অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত? মলিন বেশে তাহার যত শ্রী ছিল, এখন তাহার শতাংশের একাংশও নাই। হৃদয়ের কলঙ্ক জনিত সেই মুখে এখন পৈশাচিক ভাব। হাস্য করিতেছে বটে, কিন্তু সে শুষ্ক হাস্য। দীনবেশে ছিন্নবস্ত্র পরিহিত হইয়া সেই পর্ণকুটীরে বাস করিয়া তাহার মনে যে শান্তি ছিল, হৃদয় যে নিশ্চিন্ত নির্দ্দোষ সুখ অনুভব করিত, আজ তাহা কোথায়? কে বলিবে সে সুখী?

হতভাগ্য রমণি! তোমার কি সেই পর্ণকুটীর অনশন অবস্থা ভাল ছিল না? নির্দ্দোষ জীবন পবিত্র হৃদয়, যাহাব নিকট পার্থিব মণি মানিক্য অতুল ধনসম্পত্তি তুচ্ছ পদার্থ, সেই জীবন, সেই হৃদয় হাবাইলে রমণীর আর রহিল কি? দরিদ্রতা দুর্ভাগ্য কে বলিবে? ধর্ম্মের পুণ্যের অভাব যেখানে জীবনকে বিশুষ্ক করে, তাহাকে কঠোর করিয়া দেয়, তাহাই প্রকৃত দরিদ্রতা—ভয়ানক শোচনীয় অবস্থা।

জগতে দুর্ভাগিনী সে রমণী নয় যে সামান্য পত্রাচ্ছাদিত কুটীরে বাস করে বা দিনান্তে এক মুষ্টি অন্ন দ্বারা প্রাণ ধারণ করে। চীরবসন পরিধানেও রমণীর সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয় না। ধর্ম্ম, রমণীর জীবনের সার ধন, কণ্ঠের ভূষণ, চক্ষুর দীপ্তি, এই দুঃখময় পৃথিবীতে তাহার এক মাত্র অবলম্বন—উহা হইতে বঞ্চিত হইলে তাহার আর রহিল কি?

সংসারের যত প্রকার বিবাদ, ক্লেশ, যন্ত্রণা আছে, তন্মধ্যে ধর্ম্মবিহীন জীবন যাপন করা সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টের; প্রলোভনে অবোধ নারী তাহা বিস্মৃত হইল—আপনাকে পাপের চরণে বিক্রীত করিল, যাহার উচ্চ চরিত্র পবিত্র জীবন কখন পাপমলায় কলঙ্কিত হয় নাই,—দুর্ব্বিপাকবশতঃ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সে ঘোর পাপে লিপ্ত হইল। হইল বটে, কিন্তু কত দিন আর পার্থিব অবাস্তব সুখ তাহার সুখ বর্দ্ধনে সমর্থ হইবে?—দিন যায়, মাস যায়, ক্রমে বৎসরের পর বৎসর অতীত হইল। আর কত দিন যাইবে? অবোধ নারী আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিল—সেই দেবজীবন যাহার বিনিময়ে সে পাপরাশি সঞ্চয়ে লোলুপ হইয়াছিল, এখন তাহার স্মরণে আসিল। যে ঐশ্বর্য্য সম্পদে সুখী হইবে আশা করিয়াছিল, এখন দেখিল সে সব স্বপ্ন—

অনুতাপের তীক্ষ্ণ শেল তাহার অন্তস্তল ভেদ করিয়া প্রাণকে ব্যাকুল করিল। অবশেষে পাপ প্রলোভনের পরিণাম, ক্ষিপ্তাবাস তাহার আশ্রয় হইল !!

সংজ্ঞা।

আষাঢ় মাস, সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। অল্পক্ষণ হইল এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঘাসের উপর জল জমিয়াছে, সর্ব্ব স্থান অল্পাধিক পরিমাণে জলময়। এমন সময় মৃণাল আসিয়া বলিল "মা আমি বাগানে খেলা করিতে যাইব। সরলা অনেকক্ষণ অবধি আমাকে ডাকিতেছে। ঐ দেখ সে কেমন একখানি কাঠের ছোট নৌকা আনিয়াছে, আর ঐ দেখ আমিও আমার টিনের হাঁস গুলি আনিয়াছি। নৌকা এবং হাঁস জলে ভাসিলে কেমন হইবে !!" এই বলিয়া বালিকা মাতার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল। মাতা দ্রুতপদে তাহার নিকট যাইয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ধীরস্বরে বলিলেন "না মৃণাল, আজ তোমার যাওয়া হইবে না। সবে তুমি দুই দিন হইল ভাত খাইয়াছ, এখনও কাশী আছে এবং ডাক্তার বলিয়াছেন আরও দিন কতক বিশেষ সাবধানে না থাকিলে পুনরায় অসুখ হইবার সম্ভাবনা"। বালিকার মুখ রক্তবর্ণ হইল, সে মাতার হাত ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং বিরক্ত সহকারে "না আমি যাব" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। মাতা কত প্রকারে তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই সে শুনিবে না। মৃণালের বয়স আট বৎসর মাত্র, কিন্তু মাতৃহীন শিশু বলিয়া সকলের নিকট সে এত অধিক আদর পাইয়াছে যে কিছুতেই তাহাকে আর এখন বশে রাখা যায় না। সে জানে দিদিমা, পিসিমা সকলের নিকট কাঁদিলেই আমার জিত হয়; আমি যাহা চাই তাঁহারা না দিয়া থাকিতে পারেন না, সুতরাং কাঁদিলেই আমার ইচ্ছা মত কাজ করিতে পাইব এই ভাবিয়া সে প্রাণ পণ চিৎকারে কান্না ধরিয়াছিল।

মৃণালের পিতা দ্বিতীয় সংসার করা অবধি মৃণালের দিদিমা ভয়ানক বিরক্ত। মায়া করিয়া মৃণালকে পিত্রালয়ে আসিতে দিতেন না, যাহাতে

সৎমার প্রতি অশ্রদ্ধা ও অভক্তি জন্মিতে পারে এমন সকল কথা বলিয়া কোমল শিশুর মনকে পিতা মাতা উভয়ের প্রতি অনুরাগ শূন্য করিবার চেষ্টা পাইতেন। শিশুর দোষ কি? যেমন শিক্ষা দিবে সে তেমনি হইবে। কু-শিক্ষার দোষে শৈশব হইতেই মৃণালের বালসুলভ—সরলতা ও প্রফুল্লভাব স্ফূরিত হইতে পায় নাই। যত মন্দ কুটীল ব্যবহার, অভ্যাস পাইয়াছিল। মৃণালের মাতা দুই বৎসরের কন্যা রাখিয়া যান এখন সে আট বৎসরের। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে পিতাকে বিশেষ দেখিতে পাইত না। নরেশ বাবু অতি বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক ও শান্ত প্রকৃতি। স্বীয় মাতৃহীন তনয়াকে নিজের নিকটে রাখিতে অনেক চেষ্টা পান, কিন্তু উদ্ধত প্রকৃতি শ্বাশুড়ীর দোষে তাঁহার মনের ইচ্ছা এত দিন মনেই ছিল। কেহ কন্যাকে আনিতে গেলে মৃণালের দিদিমা তাহাকে অনেক কটু কাটব্য প্রয়োগকরতঃ ফিরাইয়া দিতেন। "সৎমার কাছে গিয়ে আমার সোনার মেয়ে কালী হয়ে যাবে" এই বলিয়া কাহার কথা শুনিতেন না। বরং যে মৃণালকে আনিতে যাইত তাহাকেই অনেক কথা শুনিয়া আসিতে হইত।

কতিপয় বৎসর এইরূপে গেল, নরেশ বাবু আর থাকিতে না পারিয়া অব-শেষে সকলের অনিচ্ছা সত্বে ও কন্যাকে বাটীতে আনিলেন। মৃনাল অশিক্ষিতা দিদিমার আব্‌দারে মেয়ে, কি ভাল কি মন্দ কেহ তাহাকে শিখায় নাই। ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল গহনা, সে জানে ইহাই সর্ব্বস্ব! পিতা তাহার বন্ধু নহেন, কিন্তু শত্রুবিশেষ; নতুবা ঘরে সৎমা কেন? সৎমা কি?—না সকল দোষের—সকল প্রকার মন্দভাবের জীয়ন্ত মূর্ত্তি। মৃণালের সর্ব্ব প্রকার অকল্যানের জন্যই তিনি তৎ পিতার গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। এই রূপ মন্দ বিশ্বাস লইয়া মৃণাল পিতৃ ভবনে আগমন করে। "নির্ব্বোধ বালিকা জানে না এত দিন পরে কাহার নিকট সে আসিল। ঈশ্বর তাহার জন্য কত সুখ শান্তি বিধান করিলেন। তাহার কল্যানের নিমিত্ত কি মহদাশ্রয়ে সে নীত হইল!" তাই সে কথায় কথায় বিরক্ত হয়; ভাল বাসিয়া যত্ন করিয়া সদুপদেশ সৎশিক্ষা দিতে গেলে রাগ করে। অন্য কেহ বলিলে তত নয়, কিন্তু সৎমা বারণ করিতেছেন বলিয়া সে তাই আজ অত অধিক কাঁদিতেছে। খেলিতে পাইব না তাহা তত নহে, কিন্তু সৎমা কেন যাইতে দিবে না, তিনি

আমার কে? এই মন্দভাবে উত্তেজিত হইয়া বালিকা এ প্রকার করিতেছে। নরেশ বাবুর পত্নী অতি গুণবতী, উপযুক্ত পিতা, এবং স্বামীর নিকট শিক্ষা লাভ করিলে যে উচ্চ হৃদয় লাভ করা যায় ইঁহার তাহাই ছিল। তাঁহার কোমল স্বভাব ও সরল প্রকৃতি সুশিক্ষার গুণে আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সন্তানকে কিরূপে সৎপথে আনিতে হয়, স্বীয় গুণবতী মাতার যত্নে তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। ঈশ্বর তাঁহাকে কোন সন্তান দেন নাই সত্য কিন্তু ধার্ম্মিকার সপত্ন-তনয়ার দ্বারা সে স্থান পূর্ণ হইয়াছিল। স্বীয় অপত্য নির্ব্বিশেষে মৃণালকে পালন করিতে লাগিলেন। দুরন্ত বালিকা কিছুতেই মাতার কথা শুনিলেন না। এক দিন বলিল, আমার মা থাকিলে নিশ্চয় আমাকে খেলিতে যাইতে দিতেন। কিন্তু জানেনা এই একটী কথায় সৎমার কোমল হৃদয়ে কত আঘাত দিল। অবোধ দুর্দ্দান্ত সন্তানকে বশীভূত করা কত কঠিন সকলেই জানেন, বিশেষতঃ সৎমার উপর এই ভার পড়িলে আরও কত কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে, সহজেই অনুমিত হইতে পারে। নরেশ বাবু কন্যাকে অতিরিক্ত স্নেহ করেন, একদিন কাঁদিতে শুনিয়া বিরক্তিসহকারে স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "যাও মৃণালকে নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে দেও। অত কাঁদিতেছে, আশ্চর্য্য, তোমার একটু মায়া দয়া নাই। যে ভাবে নরেশ বাবু এই সকল কথা গুলি বলিলেন তাহাতে পত্নীর মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগিল, নিঃশব্দে তাঁহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। সন্তানকে যত স্নেহই করুণ না কেন, মৃণালের মাতা মন্দ ভালবাসায় সন্তানের অনিষ্ট করিবার লোক নহেন। যিনি যত বিরক্ত হউন না কেন, বিবেক ও ধর্ম্মবুদ্ধির অনুরোধে সপত্নী তনয়ার প্রতি নিঃস্বার্থ অকপট স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া সৎমার হৃদয় মৃণালের শুভকামনায় নিযুক্ত হইয়াছিল। স্বামীর বিরক্তি, কন্যার দুর্ব্ব্যবহার, প্রতিবাসীগণের অন্যায় অপবাদ, কিছুতেই তাঁহাকে সেই পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই।

নিস্তব্ধ নিশীথ, সকলেই নিদ্রিত। ধীরে ধীরে আলোক হস্তে একটী রমণী মৃণালের শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইলেন। প্রফুল্লকুসুমবৎ বালিকার সুকুমার মুখকান্তি গভীর নিদ্রায় এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

সুচিক্কণ ঘন কৃষ্টবর্ণ কেশরাশি আলুলাইত এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মুখের পানে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া রমণী শয্যাপার্শ্বে জানু পাতিয়া উপ-বেশনপূর্ব্বক করজোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন "জগদীশ! আমার প্রতি যে গুরুভার অর্পিত হইয়াছে, আমি যেন তাহা সম্যকৃরূপে বহন করিতে সমর্থ হই। পিতা তুমি আমার চেষ্টার সহায় হও। আব কি বলিব তোমার ইচ্ছা এই বলিয়া রমণী নিমীলিত নয়নে সেই দেবদেবের চরণে প্রণত হই-লেন। কেবল যে সেই ধ্বনী স্বর্গে প্রতিধ্বনীত হইল, তাহা নহে সেই গৃহ পার্শ্বে একজন যিনি এই সমুদয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন, পত্নীর পবিত্রহৃদয়ের প্রার্থনা স্বামীর প্রাণকে শীতল করিল। গুণবতী ভার্য্যার গূঢ় অভিপ্রায় ও উন্নতজীবনের মর্ম্ম এত দিনে তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন।

আর কত দিন যাইবে, যে তনয়া মাতার নাম শুনিলে বিরক্ত হইত, যে মৃণালের প্রফুল্ল মুখ সৎমার সম্মুখে আসিলে মলিন ভাব ধারণ করিত, আজ সেই মৃণাল আর এক প্রকার ভাব ধারণ করিয়াছে। সৎমার গুণের যখন পরিচয় পাইল, তখন বুঝিল সংসারে মাতার স্থান পূরণ করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর তাঁহাকে কাহার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এখন কন্যাও মাতার প্রতি দৃষ্টি কর। তাঁহারা কতসুখী, ঐ পবিত্র মুখচ্ছবিই তাহার প্রমাণ স্থল। ভ্রম কুসংস্কার অপনীত হইয়া কন্যার হৃদয় মাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, "আমার মা নাই এ কথা সে আর মনে ভাবিতেই পারিত-না। অশান্তির স্থানে শান্তি, অবাধ্যতার স্থানে বাধ্যতা অপ্রণয়ের স্থলে প্রীতি বিকৃত ভাবের পরিবর্ত্তে স্বাভাবিক সরলতা—এক মাতার গুণে সকলি হইল। একজনের সৎদৃষ্টান্তে একটী পরিবার বাঁচিল। গুণবতী গৃহিনীর সদ্ব্যবহার ও অপরাজিত স্নেহের নিকট দুর্দ্দান্ত কঠোর স্বভাব ঈর্ষ্যাপরায়ণ বালিকার হৃদয় পরাজিত হইল, সৎশিক্ষার গুণে সেই বিকৃত হৃদয় দিন দিন অধিকতর শোভা সৌন্দর্য্যে বিকাশিত হইতে লাগিল। ভাল বাসার এতদপেক্ষা উচ্চপ্রতিদান আর কি হইতে পারে? পাঠিকা! যদি তোমাদের কাহারও সৎমা থাকেন জানি ও তিনি যাহা বলেন যাহা করেন আপাত দৃষ্টে কঠোর হইলেও তাহার ভিতর ভাল উদ্দেশ্য থাকিতে

পারে। অনেক সময় এমন হয় রাক্ষসী তুল্য দুর্দ্দান্ত সৎমা আসিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্তানদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন, সুখের সংসার দুঃখের আলয় ও অশান্তির চিরনিবাস হইয়া উঠে! কিন্তু কথনও আবার দেখা যায় মৃণালের সৎমার ন্যায় অশেষ গুণশীলা রমণীরত্নকে ও সন্তানাদির দোষে মনঃ পীড়িত হইয়া নীরবে চক্ষের জল ফেলিতে হয়!

সন্তান ভাবে সৎমা কখন ভাল হইতে পারেন না এবং সৎমাও মনে করেন সপত্নী সন্তানগণ তাঁহার প্রতি উদাসীন! এই শোচনীয় বিশ্বাসেই অনেকের গৃহ—অনেকের হৃদয় শ্মশান-তুল্য বিষাদ পূর্ণ। যাহাতে এপ্রকার ভাব না হয়, সকলেরই তদ্বিষয়ে মনযোগী হওয়া কর্ত্তব্য সৎমা, আপনি জানিবেন যদি নিঃস্বার্থ ভালবাসা দিয়া সপত্নী সন্তানগণের শুভসাধনে নিযুক্ত হয়েন; আপনার চেষ্টা নিস্ফল হইবে না। সন্তানকে বুঝিতে দিন, আপনি তাহার প্রতি স্নেহপরায়ণা। প্রকৃত স্নেহের এমনি ধর্ম্ম যাহাকে স্নেহ করা যায় সে অবশ্যই শীঘ্র হউক বিলম্বেই হউক, বুঝিবে। মাতৃহীন শিশু যে মুখখানি দেখিবার জন্য ব্যাকুল, তাহা যতদূর পারেন দেখান, শিশু আপনাকে জননীর স্থানীয় জানিয়া সেই মাতৃভক্তি ও প্রীতি পূর্ণ হইয়া আপনার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া প্রাণ শীতল করিবে। আপনি দৃষ্টান্ত দেখান। ক্ষুদ্র শিশু কি জানে? সে আপনা হইতে আপনার দিকে অকৃষ্ট হইবে। ভাল শিক্ষা দিন তাহারাও ধন্য হইবে আপনি ও ধন্য হইবেন। এসংসারে না হইলে ও পরলোকে পরমদেব আপনার সাধু চেষ্টা ও মহদ্‌গুণের পুরস্কার বিধান করিবেন।

সরোজ।

সরোজ মাতৃহীন। তাহার সুকুমার গোলাপকান্তি হৃদয়ের পবিত্র স্বর্গীয়ভাবের উদ্দীপক। তাহার চক্ষুদ্বয়ের স্নিগ্ধ দীপ্তি সুমধুর ও কোমল। যে গৃহে সরোজ বাস করে তাহা সুসজ্জিত, বিবিধ মূল্যবান সামগ্রী সুশোভিত।

গৃহতল মহামূল্য গালিচায় মণ্ডিত। প্রাচীর সকল অশেষ প্রকার মনোহর ছবি দ্বারা বিভূষিত। যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, কারু কার্য্যের অভাব নাই।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি সরোজ মাতৃহীন। ইহা কি সত্য? ঐ যে রমণী দেখিতেছি উনি কে? সরোজের প্রবাল ওষ্ঠ, আরক্ত লোচন, সুগঠন দেহ সকলেতেই যে ইঁহার সাদৃশ্য, উঁহার প্রতি যত দৃষ্টি কর ততই নূতন সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়। প্রকৃতির অপরিমের দানে এই রমণী অলঙ্কৃত; সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষে সকলেই ইঁহার নিকট ম্লান। জ্ঞানে কয় জন ইঁহার সমকক্ষ? এপ্রকার জননী কয় জনের? কিন্তু তথাপি আমরা বলি বালিকা মাতৃহীন, কারণ ঐ রমণীর সকল থাকিয়াও একটী? বিষয়ের অভাব ছিল। প্রকৃতি সমুদর করিয়া এক বিষয় অপূর্ণ রাখিয়া ছিলেন—সরোজের মাতা ধার্ম্মিকা ছিলেন না।

সত্যই কি তিনি সরোজের প্রতি স্নেহ শূন্য? স্বীয় শিশু সম্বন্ধে উদাসীন? তাহা নহে! তনয়ার সুন্দর শ্রী মাতার যত্নে অধিক মনোহর ভাব ধারণ করিত। কখনই তিনি তাহার সেই কোমল চিকুণ কেশ গুলি পরিষ্কার করিতে অমনোযোগী হইতেন না। বলিতে কি কন্যার বেশ ভূষা অলঙ্কার এসকল বিষয়ে কখন তাঁহার—ঔদাসীন্য ছিল না; বরং তিনি এসকল সম্বন্ধে বিশেষ তৎপর, সমধিক উদ্বিগ্ন। ধনের প্রাচুর্য্য, মাতার যত্ন, দাস দাসী—সরোজের সকলই আছে—তবুও বালিকা মাতৃহীন ঐ দেখ বালিকা উচ্চ প্রাসাদের গবাক্ষ দ্বারে দণ্ডায়মান; মুখখানি ম্লান, কোমল শ্বেত হস্ত কেশদামে স্থাপিত, চক্ষু দুইটী অস্বাভিক উজ্জ্বল, কপোলদেশ কখনও শ্বেত কখনও আরক্তিম। একদৃষ্টে অপরাহ্নের পশ্চিমাকাশের প্রতি চাহিয়া আছে; নভোমণ্ডলের প্রত্যেক শোভা হৃদয়কে বিকম্পিত ও স্তম্ভিত করিতেছে। চকিতের ন্যায় দৃষ্টী প্রকৃতির শোভাতেই ন্যস্ত। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে মাত্র, দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাশোভা বিলীন হইল। অন্ধকার এবং তৎসঙ্গে আকাশপটে দুই একটী নক্ষত্র দেখা দিল। নির্দ্দোষ বালিকা জানেনা কেন তাহার হৃদয় কোন অদ্ভূত আনন্দে পূর্ণ, চক্ষু জল ভার স্তম্ভিত—অনেকক্ষণ এইরূপে গেল। হঠাৎ তাহার ভাই পশ্চাতে আসিয়া বলিল সরোজ! তোমার একা থাকিতে ভয় করেনা? সন্ধ্যা হইয়াছে মা

ডাকিতেছেন চল গাড়ী প্রস্তুত আমরা বেড়াইতে যাইব, এতক্ষণ আমাদের যাওয়া হইত, কিন্তু তোমার জন্যই এত দেরী হইল। বালিকা চমকিয়া উঠিল, সে এক দৃষ্টিতে আকাশের শোভা নক্ষত্রের দীপ্তি দেখিতে ছিল ভ্রাতার কথা কর্ণেও গেলনা বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়াই রহিল এবং ভ্রাতার দিকে ফিরিয়া বলিল "দাদা"! মাসীমা বলিতেন আমরা কখন একা থাকি না, যেখানেই যাই, যে ঘরেই থাকি, পরমেশ্বর আমাদের কাছে থাকেন, আর মাসীমার কাছে ইহাও শুনিয়াছি যে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি দেখা দেন। নক্ষত্র শোভিত নীলাকাশের প্রতি চাহিয়া আবার বলিল "দাদা! আমার বড় ইচ্ছা করে আমিও ঐ খানে যাই, কারণ ঐ কথা মাসীমাকে বলিতে শুনিয়াছিলাম যেঈশ্বর ঐ খানে থাকেন এবং আমাদের মত ছোট ছেলেকে ভাল বাসেন। মাসীমাও কি তাঁর কাছে গিয়াছেন, আমার বড় ইচ্ছা করে আবার মাসীমাকে দেখি, তাঁর কথা শুনি। তিনি যে সকল কথা বলিতেন এখন আর কেহ আমাকে তেমন সব কথা বলে না", যে ভাবে শিশুর মুখ হইতে এই বাক্যগুলি উচ্চারিত হইল, তাহাতে তাহার বালক ভ্রাতা অবাক্ হইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টি পাত করিতে লাগিল। সারোজের চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল এবং সে অধিকতর আগ্রহের সহিত নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া রহিল। জননী, যাঁহার ক্রোড়ে শিশু বর্দ্ধিত, যাঁহার স্তন দুগ্ধ পান করিয়া শিশুর ক্ষীণ দেহ পুষ্টিলাভ করিয়াছে; যাঁহার যত্ন, আদর ও স্নেহে লালিত পালিত হইয়া শিশু দিন দিন সৌন্দর্য্যে বর্দ্ধিত হইয়া গৃহের শোভা সম্পাদন করিতেছে এমন জননী বর্ত্তমানে শিশুকে মাতৃহীন বলা ইহার অর্থ কি? পাঠিকা ভগিনি! বিরক্ত হইবেন না, আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁহারা সন্তানের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে বিশেষ ব্যস্ত, কিসে তাহার সুন্দর দেখাইবে কেবল সেই ভাবনা; মনোহর বেশ ভূষায় তাহাদিগকে সজ্জিত করিতে পারিলেই অনেক জননী আপনাদিগকে ভাগ্যবতী মনে করেন। পরিচ্ছন্নতা, সুরুচি প্রশংসনীয় গুণ, কিন্তু অবিনাশী আত্মার উন্নতি সাধন পক্ষে অন্য উপাদান প্রয়োজনীয়। আহা! আমার বাছার একখানি ভাল কাপড় কি গহনা নাই বলিয়া কত জননী কত সময় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন, কিন্তু সন্তানের আত্মার এই গুণ গুলি নাই এ কথা কি

মনে করিয়া সেরূপ ব্যস্ততা দেখা যায়! শিশু হৃদয়ের নির্দ্দোষ সজীবতা বৃদ্ধি করিতে কয় জন জননী ব্যস্ত? সেই পবিত্র অবিনশ্বর কুসুম কলিকার পূর্ণ বিকাশ ও মনোহর শোভা বর্দ্ধিত করিতে কয় জন বা উদ্বিগ্ন। আদরের বালিকা সরোজা কোন সময়ে একটী ভাল কথা শুনিয়াছিল, তাহার হৃদয়ে হঠাৎ তাহা উদিত হইয়া তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল, সে শিশু সুলভ আগ্রহে বলিয়া উঠিল "আমার খুব ইচ্ছা হয় আবার সেই ভাল কথা শুনি। মাসীমা কেমন ভাল কথা বলিতেন তেমন আর কেহ বলে না। মাকে জিজ্ঞাসা করিলে কিছু বলেন না; বরং ধমকাইয়া থাকেন। বাবার কাছে গেলে বাবা বলেন 'এখন সময় নাই—কাহাকে জিজ্ঞাসা করি? আহা! এ জগতে আমার দুঃখের দুঃখী সুখের সুখী কেহ নাই। মাসীমা মরিয়া যাওয়াতে আমি মাতৃহীন হইয়াছি।

সরোজের মাসীমা সরোজাকে স্বর্গের কথা বলিয়াছিলেন, স্বর্গের দিকে তাহার আত্মাকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। ঘরে ঘরে অনেক সরোজা আছেন যাহাদের ক্ষুদ্র হৃদয় উচ্চ বিষয় জানিতে ব্যস্ত হয়, সরলভাবে মাতার নিকট যায়, হয়ত পিতাকে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু অনেক সময় সহানুভূতি না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া থাকে। যে সকল কথা জানিলে জীবন গঠিত হয়, শিশু হৃদয়ের স্বভাবগত বিশুদ্ধতা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর বর্দ্ধিত হয়, নির্ব্বোধ জননী তৎসম্বন্ধে উদাসীন! মরিা বর্ত্তমানে সন্তান মাতৃহীন কোথায়? যেখানে মাতা সন্তানের আত্মার কুশল চিন্তায় বিরত, তাহার হৃদয় ক্ষেত্রে ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিতে অক্ষম, তাহার নীতি শিক্ষায় অমনোযোগী।

স্বদেশের প্রতি।

প্রিয় দেশ! সাধ করে তব শোভা হেরিবারে
কতক বৎসর যেথা সুখে কাল কেটেছি।
মিলিয়া সঙ্গিনীগণে হরষিত হয়ে মনে
কত দিন যাহাদের সাথে সাথে ভ্রমেছি।

মিলে সবে যত বালা কখন বা করি খেলা
যেখানেতে এককালে মন সুখ পেয়েছি।
হয়ে সবে এক মন করিয়াছি অধ্যয়ন
শিক্ষকের তুষ্টি তরে কত যত্ন করেছি।
ফুল দল হেরিবারে মিলে সবে পরস্পরে
পাঠ সমাপন হলে এক সাথে জুঠেছি।
সারি সারি সবে মিলে দাঁড়ায়ে সরসী কুলে
ধীরে ধীরে জল রাশি হিল্লোলিতে দেখেছি।
সঙ্গীগণে সঙ্গে করি বসি দুর্ব্বা ঘাসোপরি
পাখীর ললিত গীত মন সুখে শুনেছি।
মৃদু মন্দ সমীরণে নাচাইলে তরুগণে
কি সুন্দর শোভা হয় যেখানেতে দেখেছি।
আর তব সু অঙ্গনা দেখিতে সদা বাসনা
নিশাকালে কুমুদিনী যার মাঝে ফুটিত।
বক আদি পাখীগণ দিবাভাগে অনুক্ষণ
যার মাঝে সারাদিন বিচরণ করিত।
আরক্তিম শতদল শোভি যায় নীল জল
দিনমনি দরশনে বিকশিত হইত।
অবলারা সযতনে ভেসে ভেসে সন্তরণে
গিয়ে যেই কমলিনী তুলে লয়ে আসিত।
ধীবরেরা সারাদিন ধরিবার আশে মীন
যার মাঝে দিবাভাগে সদা জাল ফেলিত।
জেলের রমণীগণ করি সদা সন্তরণ
যার মাঝে গিয়ে গিয়ে পানীফল তুলিত।
হইলে স্নানের বেলা যত সব কুল বালা
অবগাহিবার তরে যার জলে নামিত।
নানাবিধ মনোহর বিবিধ তরু নিকর
সারি সারি যার ধারে নিরন্তর শোভিত।

বাল্যস্মৃতি।

"সত্য সত্য কবিবর যা বলেছ স্থিরতর
যে জেনেছে সেই সত্য বুঝেছে ইহার।"
হে অঞ্জনে বহুকাল পরে আজ নিরখি তোমারে
কি ভাব হইল মনে বুঝিতে কি পেরেছ।
এই দেখি তব জল সেই রূপ নিরমল
কতকাল হল গত একই ভাবে চলেছ।
সুখের শৈশবে কত মিলিয়া সঙ্গিনী যত
তোমাকে দেখিয়া আমি আমোদিত হয়েছি।
কত দিন হাসি হাসি তোমার কূলেতে বসি
বাল-সহচরী সনে কত খেলা খেলেছি।
সেই ঘাট সেই সব সেই ভাব সেই রব
কিছুরি না এত দিনে পরিবর্ত্ত হয়েছে।
সরলা কৃষক নারী কাজ সমাপন করি
সেইরূপে তব জলে দলে দলে জুটেছে।
বহুকাল গেল বটে কিন্তু মোর হৃদি পটে
সে সব কালের কথা নিরন্তর জাগিছে।
দেখে তোমা বিশেষতঃ আগেকার কথা যত
এক এক করে মনে উথলিয়া উঠিছে।
তখন ছিলাম যেই এখনও আমি সেই
কিন্তু হা! কালের স্রোতে কি ভাবই হয়েছে।
নাহি সেই প্রফুল্লতা নাহি সেই সরলতা
কোমল কালের সেই হাসিখুসী নাই রে।
যেই রূপ প্রভাকর প্রকাশি প্রখর কর
সুকোমল কুসুমের মধুরতা সংহারে।
সেইরূপ কালস্রোতে সংসারের কশাঘাতে
কোমল সরল ভাব হরে লয়ে যায় রে।

গভীর ভাবনা ভরে হৃদয় দমিয়া পড়ে
নির্ম্মল মধুর ভাব কোথায় পলায় রে।
সেই মৃদু সমীরণ ধীরে ধীরে আগমন
করিয়া তোমার নীর বিকম্পিত করিছে।
মনোহর কুমুদিনী কোকনদ সুশোভিনী
এখনও তোমার জল আলো করে ফুটিছে।
মৃদু মন্দ বায়ুভরে এখনো তেমনি করে
থেকে থেকে মাঝে মাঝে কি সুন্দর দুলিছে।
তীরে সেই তরুচয় এখনও শোভা পায়
তেমনি শ্যামল শোভা এখনও রহেছে।
কোন তরু উচ্চ শির মাঝে মাঝে যেন বীর
শাখা বাহু বিস্তারিয়া দাঁড়াইয়া রয়েছে।
বাঁশ গাছ হেলে দুলে পড়িছে তোমার জলে
বায়ুভবে নিরন্তর সঞ্চালিত হতেছে।
তরু সহকার কোথা ঝাঁকায়ে রেখেছে মাথা
সলিল দর্পনে ছায়া কি সুন্দর শোভিছে।
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে সমীরণ সঞ্চালনে
কম্পিত ছবির শোভা নব ভাব ধরিছে।
কোন খানে গাভিগণ করিতেছে বিচরণ
ভাবনা বিহীন আহা নিশ্চিন্ত হইয়া।
কোথা বক চয় দেখি আরো নানা জল পাখি
আহারের অন্বেষণে বেড়াতেছে ঘুরিয়া।
ক্রমে দিবা অবসান রবি অস্তাচলে যান
পশ্চিম গগন কান্তি মনোহর ধরিল।
সন্ধ্যা সমাগত দেখি যেথা যত ছিল পাখী
করি সবে কলরব আকাশেতে উঠিল।
সুন্দর সমীর ভরে গাছ গুলি ধীরে ধীরে
আহা মরি কি সুন্দর মৃদু মৃদু দুলিছে।

সঞ্চালন ছলে যেন পাখিগণে আবাহন
করিয়া বিশ্রাম সুখ লভিবারে বলিছে।
প্রচণ্ড সুতীক্ষ্ণতর কোথা সেই দিনকর
এখন তাঁহার আর সে গরিমা দেখিনে।
রমণীর আলো যত নানা বর্ণ শত শত
উজ্জ্বল আশ্চর্য্য শোভা নব কান্তি গগনে।
গাছ পালা সমুদয়ে হেম কান্তি ছড়াইয়ে
গহন বিপিন প্রান্তে তিলে তিলে লুকাল।
ক্রমে ঘোর অন্ধকার ঘেরিলেক চারিধার
প্রকৃতি গভীর ছবি আঁধারেতে ডুবিল।
সুগম্ভীর স্তব্ধীভূত ক্রমে কলরব যত
এক মাত্র ঝিল্লিকারা ঝিঁ ঝিঁ রব করিয়া।
অই শুন সমুদয় যেথা যত স্থান হয়
দশ দিক একেবারে ফেলিয়াছে পূরিয়া।
শরত সুনীলাম্বরে ক্রমে দুই এক করে
উজ্জ্বল তারকারাশি থরে থরে শোভিল।
নীল চন্দ্রাতপ মাঝে শত শত হীরা সাজে
সমুজ্জ্বল বর্ণভাতি অপরূপ সাজিল।
দিনমণি অস্ত গেল আমারো সময় হল
বিদায়, বিদায় তবে দাও হে অঙ্গনে।
নিস্তব্ধ গম্ভীর হয়ে চিরকাল যাও বয়ে
উপকার কর নিত্য থাকি এই বিজনে।

শৈশব সঙ্গিনী।

শৈশব সঙ্গিনী! এস একবার
দেখিয়া তোমার জুড়াই আবার

এ তাপিত প্রাণ তেমনি করিয়া
খেলি তব সনে যাইয়ে ভুলিয়া
এ দুঃখের কথা, তোমায় আমায়
আগেকার মত হাসি পুনরায় ;
যেমন দুজনে নবীন জীবনে
হেসেছি খেলেছি প্রফুল্লিত মনে।
স্মরণে কি নাই কি আনন্দময়
শৈশবের সেই নিশ্চিন্ত সময়,
ভুলিলে কি বোন এবে সে সকল
বাল্যের বন্ধন পবিত্র নির্ম্মল।
পড়ে নাকি মনে কত দিন হায়
মিলিয়া আমরা সঙ্গিনী সবায়
হাসিয়াছি কত। জানিনা তখন
অবশেষে এত সহিবে জীবন।
আকাশের পটে নিত্য নিশাকালে
এখনও তেমনি তারা হীরা জ্বলে।
তেমনি করিয়া সন্ধ্যা আগমনে
শোভে সন্ধ্যা-তারা সুনীল গগনে।
নিশা অবশেষ জানাতে সবারে
জ্বলে শুক তারা পূরব অম্বরে।
উঠে দিবাকর জগত মাতায়
শোভা ছড়াইয়া পুনঃ অস্ত যায়।
সেই সে চন্দ্রমা নীল নভঃস্থলে
দেখেছি যাহারে মার কোলে দুলে
এখনও সে চাঁদ অপূর্ব্ব শোভায়
এ জগত কিবা সৌন্দর্য্যে ভাসায়।
প্রকৃতির সব তেমনি রয়েছে
পরিবর্ত্ত নাহি কিছুরই হয়েছে।

কেবল জীবন পরিবর্ত্তময়
বিপদ সঙ্কুল ঘটনা নিচয়।
পড়ে নাকি মনে বাল্যের জীবন
কি আনন্দময় সুখের ভবন।
হায় রে মানব জানে না তখন
মধ্যাহ্ন জীবনে সে সুখ তপন
প্রকাশ না হতে আপনার বলে
বিষাদ রাক্ষসী গ্রাসিবে সকলে।
নির্দ্দয় কঠোর মৃত্যুর পীড়নে
বিশুষ্ক করিবে কোমল জীবনে।
সংসার তুফানে ছুট্ ফট্ করে
মরে রে অভাগা কে দেখে তাহারে
তাই বোন্ ডাকি এসো একবার
শৈশবের মত মিলিয়া আবার
শোক দুঃখ ভুলে সরল প্রণয়ে
বাঁধি পুনরায় হৃদয়ে হৃদয়ে।
স্বার্থ হিংসা দ্বেষ বিনাশ করিয়া
গাঁথি প্রাণে প্রাণে ভালবাসা দিয়া।
সেই হাসি এসো হাসি আর বার
যাতে নাই কোন কপট ব্যভার
ঘোর তমোময় যাহার জীবন
সে যদ্যপি পুনঃ পায় দরশন
রে শৈশব তোর! তা হলে কি আর
কাঁদিয়া বিষাদে দিন কাটে তার।
তাহলে সে জন বাঁচিয়া ত যায়
নিদ্রার কোলেতে বিশ্রাম যে পায়।
করিল শৈশবে কত যে কল্পনা
ধরিল যে হৃদে উন্নত বাসনা

সে সকল এবে কোথায় এখন
শুথাইল আশা, মলিন জীবন।
হাসিবে কি আর প্রাণ যে ব্যথিত
হইয়াছে ঢের সবে আর কত।
এসো বোন্ এসো মিষ্ট আলাপনে
তোষ পুনরায় এ তাপিত প্রাণে।
হাস্য স্থানে যার ক্রন্দন আসিল
হরষের স্থান বিষাদে পুরিল
সে জন বল না কেমনে বাঁচিবে।
কি আশা ধরিয়া হৃদয় বাঁধিবে।
ক্ষীণ দীপশিখা সংসার প্রান্তরে
কতক্ষণ আর আলো দিতে পারে?
দুর্ব্বল ওষধি ঝটিকা প্রবল
কি বল পাইয়া হইবে সবল।
সমর প্রাঙ্গণে বীরের মতন
হতে উপদেশ দেন মহাজন।
কিন্তু আশাহত জীবন যাহার
মৃত্যু ভিন্ন বল কি ভাবে সে আর।
হতে ধৈর্য্যশীল কার সাধ নয়
কিন্তু মনে বড় এই খেদ হয়
পারে না হইতে বাসনা যেমন,
প্রতিকূল বায়ু দুর্ব্বল জীবন
হৃদয়ের আশা অতি উচ্চতম
যে সব বাসনা বড় প্রিয়তম
অভাগা মানব তাহাকেই হায়
জীবনে কখন দেখিতে না পায়।
কোমল অন্তর স্ফুরিত না হতে
জীবন কুসুম নাহি প্রস্ফুটিতে।

কালের কবলে শোকের ছায়ায়
হৃদয় উদ্যান মরুভূমি প্রায়।
কি আর করিবে সবেই বা কত
তাই কত জন বেঁচে জীবন্মৃত।
এত দুঃখ ভার বিপদ মাঝারে
মৃত্যু ভিন্ন কেবা সুখ দিতে পারে
বয়োবৃদ্ধি সনে বাল্য বন্ধুগণ
একে একে সব হয় অদর্শন।
ছিল যার সনে ভালবাসা কত
ফিরেও এখন নাহি দেখে সেত।
বাল্যস্মৃতি হয় বড় মধুময়
তাই বোন আজ ডাকিনু তোমায়
মনে রেখো মনে রেখো বিদায় বিদায়।

কোথা সে শৈশব।

শৈশবের সুখ কোথায় এখন
শৈশবের হাসি প্রফুল্ল আনন
কোথা ভাল বাসা স্নেহ সরলতা
কোথা সে সুন্দর মধুমাখা কথা
কোথা সে নয়ন হীরক উজ্জ্বল
কোমলতাময় বদন কমল ?
দেখিতে দেখিতে হলো অদর্শন
স্বপনের সম সে সব এখন
কোথা সে হৃদয় আনন্দেতে ভরা
কোথা সে শৈশব সুহৃদ তোমরা
কোথা শৈশবের সরল প্রণয়

বেঁধে ছিল যায় হৃদয়ে হৃদয়
স্বার্থ অহঙ্কার কিছুই ছিল না
দ্বেষ হিংসা ভাব অসার কল্পনা
কোথা সে স্থন্দর মধুরতাময়
পবিত্র নির্ম্মল শৈশব হৃদয়
দেখিতে দেখিতে কেনই বা হায়
সে আনন্দ ছবি মিলাইয়া যায়
কোথা স্নেহময়ী জননী এখন
পিতার স্নেহের আদর বচন
কোথা পিতা মাতা পরম যতনে
পালিলেন যাঁরা শৈশব জীবনে
হায়রে সে দিন কোথায় এখন
এক বিন্দু জল ফেলিলে নয়ন
অতি সযতনে করিতেন কোলে
সব দুঃখ যেত মার কোলে গেলে
পিতার আদর মার ভালবাসা
পুরাইত যত শৈশবের আশা
নাহিরে নাহিরে সে দিন এখন
আর ভালবাসা পাবে না তেমন
নিত্য অশ্রুধারে বুক ভেসে যায়
তথাপিও কেহ ফিরিয়া না চায়
অতি যতনের শিশু ছিল যেই
অনাথার বেশে এখন রে সেই
ভাবিয়া ভাবিয়া তনু করে ক্ষীণ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটে তার দিন
তথাপিও হায় কে চাহিবে আর
স্নেহ সযতনে মুখ পানে তার
কেই বা মুছাবে নয়নের নীর

কেহ বা দুঃখিত দুঃখেতে দুঃখীর
শৈশব সুহৃদ আছিল যাহারা
ভিন্ন ভিন্ন কাজে রত এবে তারা
কেহ বা এখন সংসারে ডুবিয়া
শৈশবের কথা গিয়াছে ভুলিয়া
গাঢ় চিন্তা আশা কাহার হৃদয়
আগেকার স্নেহ করিয়াছে ক্ষয়
কল্পনার সনে কেহ বা বেড়ায়
ধন মান সুখ কারে বা মাতায়
হয়ে ম্রিয়মাণ হায় কোন জন
নিরাশ সাগরে আছে নিমগন
নয়নের তারা আভা হীন এবে
অধরে সে হাসি আর নাহি শোভে
বিশুষ্ক মলিন বদন সুন্দর
হয়েছে কঠিন কোমল অন্তর
নির্ম্মল নির্দ্দোষ পবিত্র হৃদয়
কলঙ্কিত এবে পাপের মলায়
শৈশব উৎসাহ নাহি এবে আর
বিপদের মেঘে হৃদয় আঁধার
আগ্রহ উদ্যম যাহা কিছু ছিল
বিষাদের মরু সকল শুষিল
কালিমা পড়েছে সে চোখের কোলে
নাই রে শোণিত সে চারু কপোলে
ফেলিতে চরণ জড়াইয়া যায়
ঘন ঘন শ্বাসে হৃদয় শুখায়
হৃদয় দর্পণে এঁকে ছিল যাহা
কাল স্রোতে লীন হইয়াছে তাহা
কি সুখের কাল হয়রে তখন

প্রবেশি প্রথমে সংসারে যখন
কল্পনা স্বপন কিংবারে জাগিয়া
সব তাতে মন উঠিত নাচিয়া
ছুটিত হৃদয় আশার খেলায়
সামান্য ঘটনা সুখেতে ভাসায়
না জানিত ক্লেশ শৈশবে জীবন
সদা আনন্দেতে করিত ভ্রমণ
কিবা দিবাকর প্রতপ্ত প্রখর
কিবা মনোহর চারু শশধর
কিবা তরুচয়, নব জলধর
কিংবা বিদ্যুতের চমক সুন্দর
এই ভূমণ্ডলে যাহা কিছু হয়
শৈশবের কাছে মধুরতা ময়
কোথা সেই ভাব গেলরে চলিয়া
কোথা গেল সব সে আশা ভাসিয়া
দেখিতে দেখিতে কিছু নাহি আর
এ জগতে কিরে সকলি অসার
অসার শৈশব অসার কল্পনা
অসার সকল অসার ভাবনা
স্নেহ ভালবাসা বাল্যের প্রণয়
কালস্রোতে সব ক্রমে পায় ক্ষয়
কেবল হৃদয় থাকেরে কাঁদিতে
শুধু থাকে স্মৃতি অতীত ভাবিতে
না পাই দেখিতে আর কিছু হায়
জীবন বুদ্বুদ জীবনে মিশায়

বিকালে একটি চাতক দেখিয়া।

সারাদিন প্রদানি কিরণ
দেখ দেখ করিছে গমন
রঞ্জিয়া সুনীলাম্বরে
ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে
দিনমণি নলিনী রঞ্জন

জীব জন্তু সকলে মিলিয়া
চলিয়াছে কাজ সমাপিয়া
হয়ে আনন্দিত মন
হল কাঁধে চাসিগণ
রাখালেরা গোপাল লইয়া

রে চাতক! কি মনে করিয়া
হেন কালে ভূতল ছাড়িয়া
উড়িতেছ ঘুরে ঘুরে
কিচির মিচির করে
শূন্যপথে আমোদে মাতিয়া

মেঘ মালা করে দরশন
তাই কিরে করিছ গমন
বারি বিন্দু করে পান
জুড়াইবে বলে প্রাণ
বেড়াইছ হয়ে ফুল্ল মন

অথবা কি দেব দিবাকরে
বিদায় করিছে মনে করে
দলে দলে হয়ে এক
ভ্রমিতেছ রে চাতক
যাও কথা বলিতে তাঁহারে

তব মুখ দরশন করি
ইচ্ছা হয় দুটি পাখা ধরি
শূন্যোপরে উড়ে যাই
মন সুখে গান গাই
সাংসারিক চিন্তা পরিহরি

তব কাছে জগত সংসার
হয় শুধু সুখের আগার
চিন্তা, শোক, দুঃখ, ভয়
মন তব জ্ঞাত নয়
নাহি কভু আশায়ো সঞ্চার

না উঠিতে গগণে তপন
প্রাতে তোমা করি দরশন
বিকালে সেরূপ কর
না যাইতে দিবাকর
পুন আসো ছাড়িয়া ভবন

প্রাতঃ আর বিকাল বেলাই
কেন তোমা দেখিবারে পাই
সেবিবারে সমীরণ
জুড়াতে শরীর মন
বাসা ছাড়ি এস বুঝি তাই

কি সুখেতে কাটাও জীবন
মানুষের মতন কখন
ভ্রম না সুখের আশে
পড়িয়া নিরাশা পাশে
নাহি হয় করিতে ক্রন্দন

বিকালে একটি চাতক দেখিয়া।

স্বাধীনতা যথার্থ তোমার
মন সুখে ভ্রম অনিবার
আপনার ইচ্ছা মত
যাও যথা যায় চিত্ত
সুখে কর গগণ বিহার

পার কিরে বঙ্গ বালাগণে
এনে দিতে স্বাধীনতা ধনে
যে ধন বিহনে তারা
মণিহীনা ফণী পারা
আছে সদা বিষণ্ণ বদনে

পার যদি বলে তবে দাও
তাহাদের এ দুখ ঘুচাও
অন্তঃপুর পিঞ্জরায়
আর না থাকিতে হয়
হেন পথ কোথা পাওয়া যায়

তুমি আর কি বুঝিবে দুঃখ
তুমি ত রে! শাখস্থ চাতক
যাহাদের জ্ঞান বলে
অটল ভূধর টলে
তাহারাও তাদের বিমুখ

অভাগীরা দুখ কারাগারে
দিবানিশি বিষাদ অন্তরে
অজ্ঞান গহ্বর গর্ত
পড়ে আছে অবিরত
স্বাধীনেরা আছে চাপ দিয়ে

পেলে খাদ্য বসন ভূষণ
ভাবেন যে সুখী যোষাগণ
  "আমরা পেয়েছি যাহা
  তারা কি করিবে তাহা"
অবলাতে পশুতে গণন

করে শুধু রন্ধন শয়ন
কেটে যাক্ তাদের জীবন
  দুঃখিনী অবলা কুলে
  সকলেই অবহেলে
বলে শিক্ষা নাহি প্রয়োজন

পশু হলে বাঁচিত প্রাণ
বুঝিতে না হত অপমান
  থাকিত সুখেতে মন
  নাহি হত জ্বালাতন
দেখে তাঁহাদের আচরণ

যত্ন করে শিক্ষা যদি হয়
বোবা পাখী তাতে কথা কয়
  অবলা কি এত হীন
  শিক্ষা পেলে বহুদিন
তবু কভু জ্ঞান নাহি পায়

অবলার মনের বাসনা
জানিলাম শুধু বিড়ম্বনা
  পুরুষ যে স্বার্থপর
  বুঝিতেছি নিরন্তর
হয়ে বঙ্গ দুঃখিনী ললনা

চাতক রে! তাই সাধ করে
কিছু দিন হরিষ অন্তরে
উড়িগে প্রফুল্ল হয়ে
স্বাধীনতা ধন লয়ে
আকাশেতে পাখী নাম ধরে।

বঙ্গ বালার বিলাপ

বঙ্গবালা জন্ম লয়ে পশুর সমান হয়ে
কত দিন আর মোরা এইরূপে থাকিব।
শয়ন ভোজন করে অন্তঃপুর কারাগারে
খাঁচার পাখীর সম দুখে দিন কাটাব।
দুর্লভ জীবন ধন হেলায় করি ক্ষেপন
অজ্ঞানতা অন্ধকারে চিরদিন ভাসিব।
কেবল চাতক মত নিশি দিন অবিরত
জ্ঞান বারি আশা করে পথ পানে চাহিব।
তারা যার আশা করে ঘুরে সদা শূন্যোপরে
সে আশাত কভু দেখি বিফলেতে যায় না।
দেখি তার কাতরতা মেঘোযেন পায় ব্যথা
আরত সে বারিবিন্দু লুকাইতে চায়না।
জড় যদি হেন হয় মন দুঃখ বুঝে লয়
জ্ঞানিগণ তবে কেন হেন ভাবে রহিছ।
কেন অবলারদুঃখ দেখে নাহি পাওদুঃখ
কেন তাহাদের প্রতি কৃপা নাহি করিছ।
আপনারা জ্ঞান পেয়ে আছ হরষিত হয়ে
অবলার প্রতি কভু ফিরিয়া না চাহিছ।

নিজেরা পেয়েছ যাহা বিতরিতে কেন তাহা
কৃপনের মত হেন কুণ্ঠভাব ধরিছ।
কেন হায় কাতরতা দেখে নাহি পাও ব্যথা
পাষাণে হৃদয় বাঁধি কিরূপেতে রয়েছ।
নিজেরা উন্নত হব এই মাত্র মনে ভাব
এই মাত্র আশা করে চিরদিন চলিছ।
কিন্তু হায় বালাগণে দেখ না কৃপানয়নে
আপনার লয়ে ব্যস্ত নিরন্তর রয়েছ।
পালিত পশুর মত অবলাকে অবিরত
অথবা চোরের মত বন্ধ করে রেখেছ।
যখন যা ইচ্ছা কর সে রূপ ব্যভার কর
অন্যায় কি ন্যায় কভু মনেও না ভাবিছ।
করিছ যথে চ্ছার কঠিন কুব্যবহার
তাদের দুঃখের বহ্নি দিবানিশি জ্বালিছ।
কভু মনে ইচ্ছাহলে আদর অবলা বলে
আবার হইলে সাধ ছাই বলে দলিছ।
বল দেখি জ্ঞানিগণ কেন হেন নির্যাতন
দুঃখিনী অবলাপরে নিরন্তর করিছ।
জ্ঞান হীনা অভাগিনী যতেক বঙ্গ দুঃখিনী
দয়া পাবে আশাকরে তোমাদিগে চাহিছে।
তোমরা তা নাবুঝিয়ে নিদয় নিষ্ঠুর হয়ে
পশুর সমান কিনা এইরূপে রাখিবে।
তাহাদের দুঃখভার নহে কি হে ঘুচিবার
বিজনে কি অশ্রুধার চিরদিন বহিবে।
চিরকাল হেন হয়ে সদা অপমান সয়ে
মনভাব মনেতেই মিলাইয়ে হইবে।
যে দুঃখেতে বঙ্গনারী কাটিছে দিবা শর্ব্বরী
কে আর দেখিবে তাহা দেখিবার নাইত।

অভাগিনী অবলার দুঃখ শেষ করিবার
থাকিলে কি কেউ দিন এইরূপে যাইত।
তোমরা জ্ঞানের সিন্ধু অবলাহিতৈষী বন্ধু
একথা বঙ্গের বালা কেবলই কি শুনিবে।
শুধু কি শ্রবণ ভরি ও নাম শ্রবণ করি
তাদের হৃদয় মন স্থির ভাবে রহিবে।
জ্ঞান ভানু সুপ্রকাশে বঙ্গবালা হৃদাকাশে
কভু কি মানস পদ্ম বিকশিত হবে না।
জ্ঞানহার কণ্ঠে পরি কখন কি বঙ্গ নারী
ইংলণ্ড অবলা সম যশোমান পাবে না।
জ্ঞানীগণ বামাগণে পশু বলি ভাব মনে
তাইতে শিক্ষার তরে যত্ন কভু করনা।
তাইত তাদের প্রতি সতত নিদয় অতি
মানবের মাঝে তারা কখনই ধরনা।
কিন্তু যত্নে শিক্ষা পেয়ে ইংলণ্ডের বালাচয়ে
পশু জাতি হয়েও ত কত কাজ সাধিছে।
সেথাকার জ্ঞানীগণে শিক্ষা দিয়ে সযতনে
পশুকে ত মানবের মত করি লইছে।
এবে সেই পশুদল পাইয়া জ্ঞানের বল
চারি দিকে লোকগণে কত সুখ দিতেছে।
পশু ভাব ঘুচে গিয়ে জ্ঞান ধনে ধনী হয়ে
ক্রমেতেই জ্ঞানীদের সমকক্ষ হতেছে।
আমরাও হই যাহা তাহারাও হয় তাহা
তারা যদি যত্নবলে ভাল হতে পারিল।
তবে কি সে ধন কভু সযতনে দিলে তবু
আমরা হবনা ভাল তারা যাহে হইল।

ঝোপের পাখী

কে তুই সুন্দর পাখী
ঝোপের ভিতরে থাকি
মধুর সঙ্গীত সুধা, অবিরল ঢালিছ ?
নাহতে রজনী ভোর
না ভাঙ্গিতে ঘুম ঘোর
ললিত স্বরেতে পাখী, এই রূপেডাকিছ ?
কি জন্য বর্ষণ কর
সুধা স্বর মনোহর
বিহঙ্গ মোদের মন, বুঝিতে কি পাররে ?
অতুল আনন্দে ভাসি
ঝোপের ভিতরে বসি
নতুবা এমন করে কেন সদা ডাক রে ?
অরুণ উদয় কালে
আনন্দ প্রবাহ ঢেলে
সুধামাখা গানে পাখী জগতে ভাসাও রে।
কেন এত মধুময়
পাখী তোর স্বর হয়
কি, বলে মানব মন এমনে মাতাও রে।
যবে দেখি পূর্ণ শশী
বিমল গগনে বসি
সুস্নিগ্ধ কিরণ জাল ঢাল ধরণীতে রে। —
তখনো সুমিষ্ট তানে
তোষ যত প্রাণীগণে
অন্তর জুড়াও পাখী আনন্দ সঙ্গীতে রে।
যেমন প্রকৃতি শোভা
তেমনি ত মনো লোভা

হয়, রে, ঝোপের পাখী তোর ঐ তান রে।
শোক দুঃখে অবিরত
আমরা ভাসি নিয়ত
সংসার হিল্লোলে দুলে কাটাই জীবন রে।
কভু আশা হয় মনে
কখন নিরাশ প্রাণে
চাই ভবিষ্যত পানে, বৃথা আশঙ্কায় রে।
চিন্তার অনলে পুড়ি
কভু বা অতীতস্মরি
হর্ষ বিষাদের জলে বুক ভেসে যায় রে।
ঘৃণা ভয় অহঙ্কারে
দুঃখ যাতনার ভারে
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মোরা জীবন কাটাই রে।
সকলে বিরক্ত হই
যেন কেহ কারো নই
বিষাদে মলিন হয়ে চারি দিকে চাই রে।
সে কালে শান্তনা দিতে
দুঃখ ভার কমাইতে
পাঠান কি মাতা তোরে আমাদের কাছে রে।
ভাল বাসা স্নেহ তাঁর
কোথায় তুলনা আর
এই কথা বার বার মনে হয় যাহাতে।
কষ্ট শোক ভুলে যাই
আনন্দেতে নাচি গাই
প্রকৃতি মাতার কথা মনে বুঝি জাগাতে।
সুমধুর উচ্চস্বরে
তোমার সঙ্গীত স্বরে
বলনা বলনা পাখি কার দূত তুমি রে।

সদা আনন্দিত প্রাণ
উড়ে উড়ে গাও গান
ভাবিয়া ভাবিয়া ক্ষীণ তনু নাহি হয় রে।
কলাকার ভাবনায়
মন তব ভীত নয়
নেচে গেয়ে উড়ে উড়ে দিন কেটে যায় রে।
লতায় পাতায় গাঁথা
শ্যামল নিকুঞ্জ যথা
বিরল বিপিনে পাখী ভালবাস থাকিতে।
তরুর মধুর ফল
নির্ম্মল নদীর জল
আছেরে বিহঙ্গ সদা তোর খাদ্য যোগাতে।
থাকরে কতই সুখে
না জান ঔদাস্য দুখে
সতত উৎফুল্ল মনে বিচরিছ গগণে।
আমরা মানুষ গুলি
সম্পদ বিভবে ভুলি
শান্তির কোমল জ্যোতিঃ না পাইনু জীবনে।
যাতে দুখ হাহাকার
গলে পরি তারি হার
তাকেই পাবার তরে পাছু পাছু ধাইরে।
মরুভূমে মরীচিকা
ঘোর সেই কুহেলিকা
যতই ধরিতে যাই ততই পলায় রে।
ঘর বাড়ী মনোহর
সুশীতল সরোবর
শ্যামল বিটপী দেখে কত আশা করে রে।

যাইতে তাহার পাশে
ছুটি সবে উর্দ্ধশ্বাসে
অবশেষে শুষ্ক কণ্ঠে ধড় ফড় করে রে।
গগন নক্ষত্রবৎ
ভূমে পড়ে অকস্মাৎ
আশালুব্ধ মানবের শেষ গতি এই রে।
কিন্তু রে বিহঙ্গবর
যান না কোন খবর
অসার কল্পনা, যাহে মোরা আছি ডুবে রে।
সদা তুমি ভূমণ্ডলে
সুন্দর মধুর বোলে
কাঁপাও হৃদয়তন্ত্রী চারু কণ্ঠস্বরে রে।
পাখী তোর সুধাস্বরে
এমন কি গুণ ধরে
যা শুনে ভক্তের মন প্রেমে মুগ্ধ হয় রে।
কাহার বারতা বলে
গাও তুমি উচ্চ রোলে
ধার্ম্মিক সাধুর প্রাণ আনন্দে মাতাও রে।
গাও পাখী গাওপুনঃ
গাও তার যশোগুণ
শুনিয়ে তোমার কথা আমরাও ভুলি রে।
দুঃখময় ভূমণ্ডল
প্রাণ করি সুশীতল
আনন্দ উল্লাসে শুধু তাঁর কথা বলি রে
ছাড়িয়া সংসার আশা
মান মর্য্যাদা পিপাসা
সরল অন্তরে পাখী তোর সনে গাই রে।

যাঁর নাম গান করে
ভ্রম দেশ দেশান্তরে
মোরাও আহ্লাদ ভরে সেই নাম করি রে।

শোক দগ্ধ ভূমণ্ডলে
সংসার বাসনা ভুলে
বাজুক হৃদয় বীণা বায়ুসনে মিশি রে।

অবিবাহিতা বিধবা।

স্কট্‌লণ্ডের কোন পর্ব্বতীয় স্থান শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। অনেকে স্বীয় জন্মভূমি রক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণ করেন। মলিরীচ্‌ নাম্নী একটী কন্যার ঐ সময় বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল। যাঁহার সহিত বিবাহ হইবে স্থির হয়, তিনি স্বদেশ রক্ষাহেতু প্রাণ দান করেন। আপন কর্ত্তব্য সাধনে প্রিয়তমের প্রাণ বিসর্জ্জিত হইয়াছে এই সংবাদে মলিরীচ্‌ কিছুমাত্র অধীর হইলেন না। ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর ও বিশ্বাস থাকাতে তাঁহার মুখে ও মনে ধর্ম্ম জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইল। তিনি চিরবৈধব্য ব্রত গ্রহণ করেন। এই জন্য এ প্রস্তাবের নাম "অবিবাহিত বিধবা" দেওয়া হইল।

প্রিয় মলিরীচ মম নয়ন রঞ্জন,
কত দিন কত রাত দেখিনি তোমায়,
খুঁজিয়াছি উপত্যকা নিভৃত নির্জ্জন
কিংবা সেই লউথরের গভীর গুহায়।
আত্মীয় স্বজন যত এক এক করে,
পর্ব্বত উপরে কিংবা বিজন বিপিনে
ত্যজিছে পরাণ সবে বিপক্ষের করে,
উল্লাসিত শত্রু পক্ষ শোণিতের পানে।

বাথিত করিতে তব কোমল অন্তর,
চাহেনা হৃদয় মম তবু বাধ্য হয়ে
শোক সমাচার দিতে তোমার গোচর
উপনীত হতে হল দুখ বার্ত্তালয়ে।
জীবনে মরনে যাঁর সঙ্গী হবে বলে
হৃদয়ের ভাল বাসা করিলে অর্পণ,
পড়িলেন তিনিও হা শক্রর কবলে
আর বুঝি তাঁর কভু না পাবে দর্শন।
নদী হ্রদ উপত্যকা যেথা যত স্থান
খুজিলাম সব মোরা তন্ন তন্ন করে.
তবুও কোথায় তাঁর না পাই সন্ধান
গহ্বর ভিতরে কিম্বা সুদুর প্রান্তরে।
ইহা শুনি মলিরীচ করিল উত্তর
"ঈশ্বরের কাজে যেই সঁপিয়াছে প্রাণ,
প্রিয়তম বন্ধু হও নির্ভীক অন্তর,
শান্তির আলয়ে সে অবশ্য পাবে স্থান।
আছে সুখময় স্থান, যাহার বিষয়
আমাদের ক্ষুদ্র মন কিছুই জানেনা।
যাহা হতে ভাল স্থান এজগতে নয়
গিরি, গুহা, গৃহে, কভু যে সুখ মিলেনা।
বসো বোন্ ক্ষণকাল স্থির করি মন,
অটিকত কথা চাহি বলিতে তোমায়।
শুনিবে হয়ত যাহা করিয়া মনন,
বিগলিত ভক্তিভরে হইবে হৃদয়।
আমিও ভগিনি! তাঁরে দেখিব বলিয়া
লাউথয়েস্ত গহ্বর করেছি অন্বেষণ।
খুজিয়াছি বহু স্থান তাহার লাগিয়া
অটিকত দ্রব্য তাঁরে করিতে অর্পণ।

উপত্যকা অধিত্যকা যেখানে সেখানে
প্রবেশিনু গুহামাঝে তরুর কোটরে,
তাঁর নাম প্রতিধ্বনি পশিল শ্রবণে
উত্তরিল গিরি গুহা মোর প্রত্যুত্তরে।
ইটরস্কিনের কূলে বসি অবশেষে
ভীষণ সেনারদল পেলাম দেখিতে,
সজ্জিত যাহারা সবে সুলোহিত বেশে
হতভাগা কয়জন বন্দী করি সাথে।
সকলের অলঙ্কার জেমস্ আমার
তার মাঝে বন্দী ভাবে দেখিনু রয়েছে।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়ে পড়ে রুধিরের ধার
পৃষ্ঠ বক্ষ অস্ত্রাঘাতে বিক্ষত হয়েছে
শ্রান্ত ক্লান্ত গর্দ্দভের পৃষ্ঠের উপরি
হস্তদ্বয় বদ্ধ তাঁর লোহার শৃঙ্খলে
চলিছে দুর্ভাগা পশু তাঁরে পিঠে করি
চলিতে পারেনা হায় কশাঘাতে চলে।
গভীর দুঃখের বেগ না রাখিতে পারি
জানুপাতি সেনাদলে করি সম্বোধন,
কম্পিত শরীর হায় যোড়কর করি
ভিক্ষামাত্র যাচিলাম তাঁহার জীবন।
দুঃখের বারতা মম হেসে উড়াইল
হইল শোকের কথা ক্রীড়ার বিষয়।
কাপ্তেন দুর্ম্মতি হায় যে কথা বলিল
বলিতে পারিনা, হয় ঘৃণার উদয়।
কাতর ক্রন্দন মোর বাতাসে মিশিল,
শুনিলনা কেহ সেই হাহাকার ধ্বনি
কঠোর হৃদয় দৃঢ় তেমনি রহিল,
সদর্পে চলিল সবে কিছু নাহি শুনি।

কতই সহিবে ক্ষীণ মানব জীবন,
আপন পরাণ দিয়ে স্বদেশের হিতে।
বিপক্ষ করাল করে হলেন নিধন
অকাতরে যুঝে অতি আনন্দিত চিতে।
তাঁর সাধ্য ছিল যাহা করি সমাপন
দুর্ব্বিষহ অত্যাচারে নিপীড়িত হয়ে,
রক্ষাহেতু জন্মভূমি দিলেন জীবন
সুমহৎ জীবনের পরিচয় দিয়ে।
ত্যজিল জীবন জেম্‌স্‌ শুনি এ বারতা,
কিছুমাত্র নাহি হল অস্থির হৃদয়।
অসামান্য শান্ত ভাব অটল ধীরতা
কার সাধ্য তুলনিবে সে ভাবনিচয়।
শুনি এ সকল কথা বিশাল নয়নে
প্রদীপ্ত হইল জ্যোতি অতি চমৎকার।
ধরিল স্বর্গের শোভা সুন্দর বদনে,
পুণ্যের প্রভাব কাছে তুলনা কাহার।
নিশান্তের শুকতারা সুস্নিগ্ধ যেমন,
নির্ম্মল তাহার শোভা অতীব সুন্দর,
মনোহর মুখকান্তি হইল তেমন,
ধন্য সেই যার আছে ঈশ্বরে নির্ভর!

পল্লীগ্রাম।

কোলাহলময় নগরী নিচয়
ছাড়ি বহু দিন পরে
যদি কোন জন ভ্রমণ কারণ
গ্রামেতে প্রবেশ করে

সেই জন জানে গ্রাম দরশনে
মনে কি আনন্দ হয়
জনতাপূরিত সহর নিয়ত
কোথা প্রকৃতির শোভা ?
কিন্তু গ্রামে চারু কত শোভে তরু
নয়ন রঞ্জন কিবা
অনন্ত আকাশ উপরে বিকাশ
নিম্নে শ্যামল প্রান্তর
মনোহর কত ফুল শত শত
শোভা পায় থরে থর।
মৃদু সমীরণ করে বিকম্পন
লতা পাতা সমুদয়
যে দিকে নয়ন করে দরশন
সব যেন শোভাময়
নর হাতে করা নর হাতে গড়া
মানব রচিত সব
বিবিধ সুন্দর সৌধ মনোহর
প্রকাশে শুধু বিভব
জনতা পূরিত নগরী নিয়ত
অশ্ব রথ যানে ভরা
নিস্তব্ধ কোথায় কোলাহলময়
সকলি শিল্পেতে করা
যদি ও সকল প্রকাশে উজ্জ্বল
শিল্পের কৌশল কত
যদি ও সুন্দর মনমুগ্ধ কর
সহরের শোভা যত
তথাপি, গম্ভীর প্রশান্ত সুস্থির
প্রকৃতির ভাব কোথা ?

নিস্তব্ধ নির্জন গ্রাম উপবন
যাহাতে পূরিত সদা।
বাল-রবিকরে পূরব অম্বরে
কি সুন্দর শোভা হয়
সিন্দুরে লেপিয়া দেয় সাজাইয়া
মেঘ-অঙ্গ সমুদয়
সকলি সুন্দর শোভা মনোহর
যে দিকে ফিরায় আঁখি
শাখার উপরে সুললিত স্বরে
কোথায় বসিয়ে পাখী
সুমধুর গানে ললিত কূজনে
জাগায় জীব সকলে
বিন্দু বিন্দু হিম শোভে অনুপম
শ্যামল দূর্ব্বার দলে
প্রদোষ সময় কি শোভা যে হয়
দিনমণি যেই কালে
বিবিধ বরণে রঞ্জিয়া গগণে
যায় চলি অস্তাচলে
হীরার ঝালর যেন থরে থর
ঝুলায় গগণ ভালে
কোথায় সুন্দর অতি মনোহর
ঝিকি ঝিকি মেঘ জলে
কি রকম করে ছয় ঋতু ধীরে
যায় বায় যায় আসে
প্রাবৃটের কোলে নীরদ মণ্ডলে
উজল দামিনী হাসে
প্রাবৃটের পরে আবার অম্বরে
হাসে সারদ শর্ব্বরী

হিম ঋতু আসে তরুদল ভাসে
শিশিরেতে সিক্ত করি।
শারদ চন্দ্রমা রূপে অনুপমা
চারু প্রকৃতির ভালে
জোনাকি মালায় তরু শোভা পায়
কিবা নিত্য নিশাকালে।
কত রূপ ধরে কত রূপ করে
প্রকৃতি করেন খেলা।
না বুঝিতে পারে থাকিয়া সহরে
শেষ যার জীব লীলা।
নির্দোষ সরল প্রায়ই সকল
গ্রামবাসী নরচয়।
ধনের গৌরব সম্পদ বিভব
তত দূর জ্ঞাত নয়।
সরল বচন সরল দর্শন
বসন ভূষণ তরে।
ব্যস্ত নয় তত সদা প্রফুল্লিত
রত অতিথি সৎকারে।
অতি শ্রমশীলা যত কুলবালা
সব কাজ নিজে করে।
অকৃত্রিম ভাব সুশীল স্বভাব
সদা লজ্জাশীলা অতি।
রাঁধে বাড়ে খায় প্রচুর না চায়
সতত সন্তুষ্ট মতি।
সুশান্ত প্রকৃতি সুপ্রসন্নমতি
স্বাস্থ্যে পূর্ণিত জীবন।
প্রকৃতির কোলে প্রকৃতির চালে
থাকে গ্রামবাসী জন।

ইডন উদ্যান।

সকলি সুন্দর, শোভা মনোহর
যে দিকে ফিরাই আঁখি।
কোন স্থানে চারু, লতা, গুল্মতরু
কোথাবা বসিয়ে পাখি।
শাখার উপরে, সুললিত স্বরে
আনন্দেতে করে গান।
কোথায় আবার, বিবিধ প্রকার
ফুটে ফুল হরে প্রাণ।
সুবাস বহন, মৃদু সমীরণ
করে অতি ধীরে ধীরে।
তার সনে যেন, তরু লতাগণ
মৃদু ভাবে নৃত্য করে।
প্রদোষ সময়, কি শোভা যে হয়
দিণ মণি যেই কালে
বিবিধ বরণে, রঞ্জিয়া গগণে
যান চলি অস্তাচলে।
তরু মাঝ দিয়া, বেগেতে আসিয়া
তার সেই কর প্রভা
উদ্যান মাঝারে, পড়ি সরোনীরে
প্রকাশয়ে নিজ শোভা।
সুন্দর কেমন, হয় সে উদ্যান
বর্ণিতে অক্ষম তায়।
মনে যেন লয়, এই বুঝি হয়
ইন্দ্রের বাগান, যায়
পূর্ব্ব কবিগণ, করিয়া বর্ণন
রেখেছেন কীর্ত্তি চির।

মাঝেতে তাহার, দীর্ঘি দীর্ঘাকার
সাজে এক সুরুচির।
ঘন নীল জল, স্বচ্ছ সুবিমল
মাঝে মাঝে শোভে যার
সেতু মনোরম, বিলোকন কম
দেখিতে নিকুঞ্জাকার।
বেগম বেলিয়া, কোথায় ফুটিয়া
বিতরে অতুল শোভা
কোথা লতা চারু, ঢাকিয়াছে তরু
নয়ন রঞ্জন কিবা।
পশ্চিমে বিস্তৃত, গঙ্গাসুবিস্তৃত
যাহে ভাসে সারি সারি
ফ্রান্‌স, ইংলিস, স্পেন পর্টুগীস
প্রভৃতি বাণিজ্য তরি।
শ্রবণ মধুর, ব্যাণ্ড সুমধুর
সন্ধ্যাসমাগমে বাজে
কৌমুদী নির্ম্মল, সম গ্যাস আল
চারিদিকে কিবা রাজে।
যতেক ইংরাজ, করি নানা সাজ
সমীর সেবন তরে।
উপনীত হয়, সেথা সে সময়
শিশুগণে সাথে করে।

ঈশ্বরের মহিমা।

যে দিকেতে ফিরাই নয়ন
সেই দিকে করি দরশন
অপার বিভু মহিমা
মিলে না যাহার সীমা
সকলই কৌশলে রচন।

প্রভাতের তরুণ তপন
মরি কিবা নয়ন রঞ্জন
পাখীর ললিত গীত
সকলেই প্রফুল্লিত
মনুজের হরষিত মন।

নানাবিধ কুসুম নিচয়
সারি সারি ফুটে সমুদয়
সুমধুর মনোহর
শোভয়ে ধরণী'পর
গন্ধবহ সুসৌরভ বয়।

শস্য পূর্ণ হরিত প্রান্তর
বীচি যেন ধরণী উপর
মনোহর সুরঞ্জিত
থাকয়ে হয়ে শোভিত
দর্শকের নেত্র তৃপ্তি কর।

সুষমা পূরিত উপবন
তাহে করে বিহগ কূজন
লতা পাতা বিমণ্ডিত
তরুরাজি সুশোভিত
সকলই হরে লয় মন।

নিরমল সুনীল আকাশে
আহা! যবে চন্দ্রমা প্রকাশে
দশদিক আলোময়
নিশীথে দিবসোদয়
হাসি মুখে কুমুদ বিকাশে।

নীবিড় নীরদ দল মাজে
ক্ষণ প্রভা কি সুন্দর সাজে
চমকিয়া ত্রিভুবন
সচকিত করে মন
ক্ষণে ক্ষণে অম্বরে বিরাজে।

কাদম্বিনী হেরিলে অম্বরে
শিখীকুল পুলকের ভরে
স্বীয় পুচ্ছ বিস্তারিয়ে
শিখিনীরে সঙ্গে নিয়ে
কিবা নৃত্য আরম্ভন করে।

প্রকাণ্ড ভূধর শ্রেণীচয়
যেন কারো নাহি করে ভয়
উন্নত করিয়া শির
দৃঢ় কায় মহাবীর
কিছুতেই কাঁপেনা হৃদয়।

সেই সব ভূধরের গায়
আহা কি সুন্দর শোভা পায়
সুশোভিত মনোহর
বিবিধ তরু নিকর
হেরিলেই নয়ন জুড়ায়।

নির্ঝরের সুশীতল জল
কিবা স্বচ্ছ কিবা নিরমল
গিরিবর শির হতে
সুগম্ভীর নিনাদেতে
পড়ে আসি অচলের তল।

চারি দিকে সুবিশাল গিরি
দাঁড়াইয়ে শোভে সারি সারি
তার মাঝে সুললিত
উপত্যকা সুশোভিত
কি সুন্দর আহা মরি মরি।

এই সব অপূর্ব্ব রচন
দিবানিশি করিছে ঘোষণ
মহৎ বিভু মহিমা
অচিন্তন অনুপমা
গাও সবে আনন্দিত মন।

প্রকৃতির শোভা।

যে সময় যেদিকেতে চাই
সেই দিকে দেখিবারে পাই
স্বভাবের সৌন্দর্য্য
মনোহর শিল্পকার্য্য
হেরে সদা নয়ন জুড়াই।

ছিনু যবে সহর ভিতরে
নাহি পাইতেম হেরিবারে
এইরূপ চমৎকার
প্রকৃতির অলঙ্কার
এবে যাহা হেরি চারি ধারে।

হেরিতাম কেবল তথায়
মানবের রচা সমুদায়
নানাবিধ মনোহর
বিবিধ সৌধ নিকর
শুধু যাহা শোভয়ে সেথায়।

সে সকলো অতি মনোহর
হেরিতাম বড়ই সুন্দর
সদা তাহে দিয়ে মন
করিতাম বিলোকন
হেরে হ'ত হরিষ অন্তর।

যবে সব সৌধমালা'পর
কিরণ বিস্তারে সুধাকর
তখন কি শোভা আহা
বর্ণিতে না পারি তাহা
মোটা মুটি বলিনু সুন্দর।

সে সকল পরিহার করি
এখন যেথায় বাস করি
সেথাকার বিবরণ
কিরূপে করি বর্ণন
ভাবিয়ে নিশ্চিতে নাহি পারি।

প্রকৃতির শোভা।

এরূপে বর্ণিতে ইচ্ছা হয়
যেন এই পংক্তি সমুদয়
পড়ে যদি কোন জন
তা হ'লে তাঁহার মন
বুঝিবারে সুসমর্থ হয়।

কিন্তু হায় এরূপ বাসনা
শুধু করি মানসে কল্পনা
কিরূপ সে উপাদেয়
মন মোর নহে জ্ঞেয়
নাহি জানি প্রকৃত রচনা।

সম্মুখেতে চুর্ণী* স্রোতস্বিনী
বহিতেছে দিবস যামিনী
সুমন্দ লহরী মালা
করে তার হৃদে খেলা
মিশি তাহে কুলু কুলু ধ্বনী।

সদা আমি করি নিরীক্ষণ
নদীহৃদি করি বিদারণ
ছোট বড় তরী শ্রেণী
বেয়ে বেয়ে কল্লোলিনী
করে সদা গমনাগমন।

সাদা সাদা পাল তুলে দিয়া
মাল্লাগণ পুলকে ভরিয়া
বসে তরী ছাদো'পরি
মন সুখে গান করি
চলে যায় তটিনী বাহিয়া।

---

* কৃষ্ণনগরের একটী ক্ষুদ্র নদীর নাম।

কি সুন্দর শোভা যে তখন
প্রবাহিনী করেন ধারণ
যখন প্রাচী অম্বরে
দিনমণি শোভা করে
প্রকাশিয়ে নবীন কিরণ।

সদা মোরা তটিনীর তীরে
সকলেতে যেয়ে ধীরে ধীরে
সেবি স্নিগ্ধ সমীরণ
স্থলহরী বিলোকন
করিয়া বেড়াই চারি ধারে।

বিকালের রঞ্জিত গগণ
প্রতিদিন দেখি দিয়ে মন
হেরে সেই সমুদায়
মানসে যে ভাব হয়
কি রূপে তা করিব বর্ণন

নদীর দক্ষিণ ধারে হেরি
আহা কিবা শোভা সুবিস্তরি
রহেছে হয়ে শোভিত
হেরে হই হরষিত
ধান্যক্ষেত অতি মনোহারী

দিনমণি অস্তাচলে যায়
মন্দ২ সমীরণ বায়
তটিনী হৃদয়োপর
পড়ি দিনেশের কর
আহা কি যে সুন্দর দেখায়।

প্রকৃতির শোভা।

দিবা অবসান প্রায় দেখি
ডালে বসি যত সব পাখী
সবে করে কলরব
ঘুঘু করে ঘুঘু রব
নিজ নীড়ে যায় ডাকি ডাকি

কিন্তু হেথা কভু নাহি শুনি
শ্রবণ সুখদ দ্বিজ ধরণী
ললিত গায়ক পাখী
যদি ও বসিয়ে শাখী
নাহি করে সুমধুর ধ্বনি

তবু দিবা অবসান কালে
আপন সঙ্গিনী সহ মিলে
বসে সবে বৃক্ষোপরে
নানাবিধ স্বর করে
সামান্য পাখীরা দলে দলে

পশ্চিমেতে খাল মনোহর
তার ধারে বড়ই সুন্দর
নয়ন রঞ্জন কারী
শোভে বন মনোহারী
হেরে হই পুলক অন্তর

শশাঙ্কের বিমল কিরণ
করে যবে প্রতিমা অর্পণ
তটিনীর নীরমাঝে
আহা কি সুন্দর সাজে
মন মুগ্ধ করি বিলোকন।

না জানি কি কৌশল তাঁহার
এই সব রচনা যাঁহার
বিকম্পিত হয় মন
করিলে ক্ষণচিন্তন
যিনি হন সকল আধার।

আছে কি এমন কোন জন
এ সকল করি দরশন
তিলেকে না স্মরি তাঁরে
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে
যেই শিল্পী রচেছে এমন।

সম্পূর্ণ।